ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 January 2022 ■ আগরতলা ১৩ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২৮ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কল্যাণপুরে পৃথক স্থানে অস্ত্রের মুখে ডাকাতি, লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১২ জানুয়ারি।। কল্যাণপুর থানা এলাকায় একই রাতে ডাকাতির ঘটনাযর পাশাপাশি বহিঃ রাজ্যের শ্রমিকদের ক্যাম্পে ঘটল লুটপাটের ঘটনা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাসমূহের স্থান কল্যাণপুর থানাধীন আরএস পাড়া গ্রামে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় দেববর্মা(৩০) নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক বারটার কিছু পরে দরজায় হাক ডাক শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সস্ত্রীক বিনয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘরের দরজা ভেঙ্গে মুখে মাস্ক পরিহিত ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে জনৈক ব্যক্তি তার কাছে ঘরের সুকেসের চাবি দাবি করে বলে জানায় বিনয় দেববর্মা। প্রথম অবস্থায় চাবি দিতে রাজি না হলেও পরবর্তী সময়ে যখন ওই ব্যক্তি বিনয় দেববর্মা এবং তার স্ত্রীকে প্রাণে মারার উদ্যত হয় তখন ভয়ে চাবি দিয়ে দেয়। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজ হাতে সুকেস থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এমনটাই কল্যাণপুর থানায় অভিযোগ জানাতে এসে জানিয়েছেন বিনয় দেববর্মা।

বিনয় দেববর্মার বাড়ি থেকে কিছু দূরে ক্যাম্প করে বহিঃ রাজ্যের কিছু শ্রমিক ঘর তৈরি করার কাজে নিয়োজিত আছেন। অন্যান্য দিনের মতো রাতে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাদের ক্যাম্পের দরজা খোলা এবং তাদের ব্যবহারের পাঁচটি মোবাইল ফোন বেপাত্তা।তাদের অনুমান কোন কিছু স্প্রে করে বেহুশ করে হয়তোবা তাদের মোবাইল ফোন চুরি করা হয়েছে। এরকমই জানিয়েছেন শ্রমিকরা আরও স্থানীয় এলাকাবাসীরা।

ডাকাতির শিকার বিনয় দেববর্মা ঘটনা সবিস্তারে জানিয়ে কল্যাণপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। যার মামলা নং ০২/২০২২। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ এবং ৩৯২ ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ।

আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে রাজধানীর ফুটপাত দখলমুক্ত করার জন্য অভিযান চালানো হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

আগরতলা শহরের রাজপথ দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগরতলা শহরে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে নামল পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স। সাথে ছিল সদর মহকুমা প্রশাসন। বুধবার সকাল থেকেই যৌথ বাহিনী সরকারি জায়গা দখল করে গড়ে তোলা বিক্রয় কেন্দ্র ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে।

বুধবার এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সদর ডিসিএম অমিত কুমার দাস। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ডিসিএম সদর জানান, মঙ্গলবার পুর নিগমের মেয়র সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনকালে বেআইনি ভাবে দখল করে রাখা জায়গা ব্যবসায়ীদের কাছে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বুধবার থেকেই ওইসব বেআইনি নির্মাণ ভেঙ্গে দেওয়া হবে বলে স্পষ্ট ভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছিল। এই কড়া বার্তা দেওয়ার পরও যারা বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে নেননি সেই সব দোকানপাট বুধবার সকাল থেকেই ভেঙ্গে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। এই অভিযান আগামী কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বেশ কিছু স্থায়ী ব্যবসায়ী তাদের দোকানের বাইরে পসরা সাজিয়ে বসার জন্য অস্থায়ীভাবে ছাউনি দিয়েছে কিংবা টেবিল পেতে বসেছেন। ফলে মানুষের যাতায়াতের রাস্তা দখল হয়ে রয়েছে। তাতে ফুটপাত দিয়ে চলাফেরা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। যানজট এড়ানোর জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ। সে কারণেই বর্তমান পৌর প্রশাসন আগরতলা শহরবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসার পর তারা ফুটপাত দখলমুক্ত করে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করার ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার লক্ষ্যেই আগরতলা পৌরনিগম এই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তারা যেন এ কাজে প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে খালিস্তানি উগ্রবাদীদের সাথে ষড়যন্ত্র হয়েছিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলার জন্য খালিস্তানি উগ্রবাদীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ এনেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ভারতবাসী তার যোগ্য জবাব দেবেন বলে দাবি করেছেন। আজ বিকেলে সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিক সম্মেলনে এই মত ব্যক্ত করেছেন।

এদিন তিনি বলেন পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সড়কপথে জনসভায় যাওয়ার সূচী পূর্ব নির্ধারিত ছিল। তবুও প্রধানমন্ত্রীর জীবন ঝুঁকিতে ফেলার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দেশবিরোধী শক্তি ইতিপূর্বেও নানা ষড়যন্ত্র করেছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কিংবা পুলওয়ামাতে সেনা কনভয়ে হামলার ঘটনায় বিরোধীরা চীন এবং পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, যারা দেশের ধ্বংস করতে চায় বিরোধীরা তাদের সাথে সুর মেলায়। তার দাবি, পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীর কনভয় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা হঠাৎ হয়নি। তা পূর্ব নির্ধারিত এবং আয়োজিত ছিল। তাঁর আরও দাবি, ওই ঘটনা প্রাকৃতিক ভাবে নয়, ষড়যন্ত্র ছিল। কংগ্রেসের উপরের সারির নেতাদের দ্বারা স্পন্সর ছিল, তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী যা বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর জীবন ঝুঁকি নিয়ে তার দলের অন্য নেতারা ভিন্নমত পোষণ করছেন। ওই ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস নেতারা এমনকি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীও অশালীন মন্তব্য করছেন।

তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করার তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, দেশবাসী সমস্ত ষড়যন্ত্রের যোগ্য জবাব দেবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেশে আগে কখনো ছিল না। ভারত বিরোধী শক্তির যোগসাজশে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সমগ্র দেশবাসী রয়েছেন। তাঁর অমঙ্গল কেউ করতে পারবেন না, দৃঢ়তার সাথে বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে সুদীপ রায় বর্মণ বিজেপির টিকিটে দাড়াচ্ছেন না, শীঘ্রই স্ট্রেটেজি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ খুব দ্রুত বদলাতে চলেছে। তাঁর সরাসরি আভাস দিলেন শাসক দল বিজেপির কথিত বিদ্রোহী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়বেন না, সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি। সম্ভবত, খুব শীঘ্রই নয়া স্ট্রেটেজি ঘোষণা করতে চলেছেন তিনি। তাঁর এই বিস্ফোরক দাবি স্বাভাবিকভাবে শাসক দলের রাজনীতিতে ঝড় বইয়ে দেবে, তা অকপটে স্বীকার করছে রাজনৈতিক মহল।

আজ একটি সংবাদ মাধ্যমকে টেলিফোনে সুদীপ বাবু সাব্রুমে রক্তদান শিবির নিয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। তখনই, বিজেপির প্রতি তাঁর মোহভঙ্গের প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাব্রুম কলেজে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্ত, গতকাল সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা তাঁকে জানিয়ে দেন আজ রক্তদান শিবিরে তাঁরা যেতে পারছেন না।

সুদীপ বাবুর দাবি, রক্তদানের অনুষ্ঠান নিয়ে নোংরামি করে কার্যত স্বামিজীকে অপমান করা হয়েছে। কারণ, রক্তদান শিবির বানচাল করে আদতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, রাজ্যে রক্তের ঘাটতির জন্য বহু রোগীর চিকিতায় ব্যাঘাত ঘটছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া পুর এলাকার একাংশে পানীয় জল সরবরাহ বিঘ্নিত, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ জানুয়ারি।। বুধবার সকালে দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়ার পুর পরিষদের অধীনে-রামকৃষ্ণ কলোনিস্থিত এলাকা থেকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজে এনএইআইডিসিএল এর অধীনে বরাত পাওয়া ঠিকাদারের কাজে নিযুক্ত সতীশ প্রসাদ কনস্ট্রাকশনে কর্মরত সুপারভাইজারের কারণে।

ড্রজার দিয়ে লোক নিয়োগ করে নির্মাণকার্য করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ কলোনিস্থিত মূল সড়কের পাশে ডিডব্লিওএস দপ্তরের অধীনে জলের পাইপ লাইন কেটে ফেলার ফলে নিকটস্থ পরিবারগুলো ২৪ ঘন্টা অবধি জলের পরিষেবা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ জানান এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মী পাটারী, কংস বণিক। খবর পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর খতিয়ে দেখে বিস্তারিত খুলে বলে ঙ্গচছ এর উচ্চ আধিকারিককে।

কিন্তু বরাত পাওয়া ঠিকাদার কোম্পানি নানা ভাবে দপ্তরের সহিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী সহযোগিতা না করার ফলে, ঠিকেদার কোম্পানি সতীশ প্রসাদ কনস্ট্রাকশন এর উপর একরাশ ক্ষোভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে একটি যাত্রী শেড থেকে এক ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ভবঘুরে ওই মহিলার নাম নির্মলা শুক্লবৈদ্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরেই ওই মহিলা কৈলাসহর বাজার এলাকায় ঘোরাফেরা করতেন। মানুষের দেওয়া খাবার খেয়ে এতদিন বেঁচে ছিল ওই মহিলা। বুধবার সকালে বাজারের ব্যবসায়ীরা ওই ভবঘুরে মহিলার অচৈতন্য মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যান। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

মহিলার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তার দশ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। মহিলার বয়স ৩২ বছর। পরিবারের তরফ থেকে তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য বহুবার ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কিন্তু সুস্থ করে তোলা যায়নি। সে কারণেই সে ভবঘুরে হয়ে বাজার হাটে ঘুরে বেড়াতো। তার মৃত্যুতে পরিবারের লোকজন শোকাহত।

রাজ্যগুলিকে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখতে নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিবের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স)।। দেশজুড়ে কোভিডের সংক্রমণ প্রায় দু'লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছতেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে কেন্দ্র। ভারতে তৃতীয় ঢেউ আসার অনেক আগেই রাজ্যগুলিকে কোভিডযুদ্ধের জন্য পরিকাঠামোগত দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিল কেন্দ্র।

এবার নির্দিষ্ট করে পর্যাপ্ত অক্সিজেন মজুত করে রাখার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিবদের কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, অবিলম্বে পর্যাপ্ত মেডিক্যাল অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। যাতে অন্তত প্রয়োজন পড়লে ৪৮ ঘণ্টা চলে যায়। অক্সিজেনের ঘাটতি না পড়ে।

ভারতে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় দেশজুড়ে প্রবল মেডিক্যাল অক্সিজেনের সংকট তৈরি হয়েছিল। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেনের সংকটে রোগীমৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। শেষ পর্যন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবসমাজকে দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি বিবেচনা করে ভারত, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.)।। যুবসমাজকে দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার পুদুচেরিতে আয়োজিত জাতীয় যুব উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জনসংখ্যা ও গণতন্ত্র-ভারতের এই দু''টি সীমাহীন শক্তি রয়েছে, গোটা বিশ্ব তা মেনে নিয়েছে। ভারতীয় যুবসমাজ জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও বহন করেন।' বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পুদুচেরিতে আয়োজিত ২৫ তম জাতীয় যুব উৎসবের শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি রিমোটের বোতাম টিপে এমএসএমই মন্ত্রকের একটি প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং পেরুন্থলাইভার কামারাজার মণিমণ্ডপম, একটি ওপেন-এয়ার থিয়েটার-সহ অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পুদুচেরিতে এমএসএমই প্রযুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। "আত্মনির্ভর ভারত" তৈরিতে এমএসএমই সেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকে যা বদলে দিচ্ছে আমাদের এমএসএমই-র সেই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করা খুবই আবশ্যিক, নতুন এমএসএমই কেন্দ্র সেই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে ঋষি অরবিন্দকেও স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, এ বছর শ্রী অরবিন্দর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছি আমরা, পুদুচেরির সঙ্গে যাঁরা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। পুদুচেরিতে আয়োজিত জাতীয় যুব উৎসব ভারত মাতার এই মহান সন্তানকে উৎসর্গ করা হচ্ছে।' জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গতি ক্রমবর্ধিত, ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৭৮৩ জন, পশ্চিম জেলায় সর্বাধিক ৪৮৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৭৮৩ জন করোনায় আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা সংক্রমণ আরও বেড়ে ৪৮৭ জনের খোঁজ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির জন্যই সংক্রমণের সংখ্যায়ও বড়সড় বাড়বাড়ন্ত বলে মনে করা হচ্ছে। দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার মারাত্মক বৃদ্ধিতে চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। ১ জানুয়ারি থেকে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৯৪৭ জনে বৃদ্ধি হয়েছে। তেমনি, সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৮.৪৯ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৮১৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭,৭১৫ জনকে নিয়ে মোট ৮,৫৩১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৪৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৭৩৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭৮৩ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার একলাফে বেড়ে হয়েছে ৯.১৮ শতাংশ। গতকাল ৫৭৯ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোঁজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৭.০৯ শতাংশ।

পাশাপাশি সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৪ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২,০৪১ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৭,২৯৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪,৩৬১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের সামগ্রিক হার বেড়ে হয়েছে ৩.৯৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৬.৭১ শতাংশ। এদিকে ০.৯৫ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনেরও মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গেছে, পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪৮৭ জন, উত্তর জেলায় ৪৮ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৩৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪২ জন, ধলাই জেলায় ৪৪ জন, উনকোটি জেলায় ৪৪ জন, খোয়াই জেলায় ৫২ জন এবং গোমতি জেলায় ২৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ত্রিপুরায় করোনার তৃতীয় ঢেউ ক্রমেই বিধ্বংসী রূপ নিতে শুরু করেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত জুন মাসে দৈনিক সংক্রমণ ৫০০ অতিক্রম করেছিল। তার পর ধীরে ধীরে প্রকোপ স্বাভাবিক হতে শুরু করে। কিন্তু ইংরেজি বছরের শুরুতেই করোনা মারাত্মক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। অন্তত, আগামী ১৫ দিন এভাবেই করোনা প্রকোপ ছড়িয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন।

বুধবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৯৮ ◻ ১৩ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◻ ২৮ পৌষ ◻বৃহস্পতিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

স্বামীজি আজও অমর

স্বামী বিবেকানন্দ মরিয়াও মানব সমাজের কাছে অমর হইয়া রহিয়াছেন। প্রায় দেড়শত বছর আগে স্বামীজি যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই বাণী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কাছে দৈববাণী হিসাবে পরিগণিত হইতেছে। এই কালজয়ী মহান পুরুষের আবির্ভাব দিবসে তাহার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম রইল।স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এক অন্যতম বীর মহাপুরুষ। তাঁহার চিন্তাধারা ও মহৎ কার্য প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্বের বিষয়।একটি জাতির যখন খারাপ অবস্থা আসে, তখন সেই অবস্থা থেকে জাতিকে জাগরিত করিবার জন্য মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে।পৃথিবীর সব দেশেই এমন ঘটনা দেখা গিয়াছে।।ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া আপামর জনসাধারণের দরিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।বিবেকানন্দের আবির্ভাব বাঙালি জাতির জীবনে দিয়াছিল এক নতুন অনুপ্রেরণা।তিনি আজ আমাদের মধ্যে না থাকিলেও আমাদের চিন্তা চেতনায় ,ভাব ভাবনায়,স্মরণে মননে উজ্জ্বল হইয়া আছে।রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করিতে বেরিয়ে পড়েন।বিভিন্ন স্থানে তিনি ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার ব্যাক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেন।হিন্দু ধর্মের নানান গোড়ামি ও কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন “মানুষের মধ্যেই ভগবান বাস করেন” তাই তিনি বলেন ও”জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর”।তাঁহার ধর্ম সাধনার মূল কথা ছিল মানবমুক্তির সাধনা।স্বদেশবাসীকে তিনি গভীর মমতার সঙ্গে ভালোবাসিয়াছিলেন।দেশবাসী তখন দারিদ্র্য পীড়িত,পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।বিবেকানন্দ এই ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন মানবধর্মের নানান বাণী দিয়ে।মূর্খ ,অজ্ঞ,দরিদ্র, মুচি,মেথর সবাইকে তিনি এক রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।জাতিভেদ প্রথাকে তীব্র ঘৃণা করিতেন তিনি। তাই জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণে সচেষ্ট হন।১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বমহাধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।সেই ধর্ম সভায় তিনি জগৎবাসির কাছে হিন্দু ধর্মের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন।তিনি সেই সম্মেলনে বলেন মুহূর্তের মধ্যে একতাই হল প্রকৃতির নিয়ম ওহিন্দু এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছে।ধর্মের গোড়ামি, মিথ্যা লোকাচার, ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি শিকাগোর ধর্ম সভায় বক্তৃতা রাখেন।দেশ বিদেশে তাঁহার এই বক্তৃতার প্রভাব খুবই সুদূর প্রসারী হয়।দেশের মানুষ প্রথম উপলব্ধি করে ভারত পরাধীন হইলেও বিশ্বে তাহাদের এক বিশেষ স্থান রহিয়াছে।তাহারা একটি সুপ্রাচীন ভূখণ্ডের অধিকারী।শিকাগো বক্তৃতার পর স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী এবং অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে থাকে।এরপর নিউইয়র্কে তিনি বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজি আজ জীবিত না থাকিলেও প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে জীবিত রহিয়াছেন। স্বামীজীর প্রতিটি বাণী ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর কাছে যথেষ্ট সময় উপযোগী। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় যুবসমাজকে স্বামীজীর ভাবাদর্শের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানাই।

প্রধানমন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষ কেউই পঞ্জাবে নিরাপদ নয়, কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : এই মুহূর্তে পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষ কেউই নিরাপদ নয় বলে মনে করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার দুদিনের সফরে চণ্ডীগড় পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুধু প্রধানমন্ত্রীই নিরাপদ থাকবে না, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হবে। পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অবনতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনা এর উদাহরণ। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে নিরাপদ বোধ করবেন পঞ্জাবের নাগরিকরা। অকালি নেতা বিক্রমজিৎ মাজিথিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বিষয়ে পঞ্জাব সরকারের উপর প্রবলভাবে নেমে এসে কেজরিওয়াল বলেন, আম আদমি পার্টির চাপের কারণে মাজিথিয়ার বিরুদ্ধে জাল এফআইআর নথিভুক্ত করে পঞ্জাবের জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে মজিথিয়াকে গ্রেফতার করা হয়নি। মোহালি আদালত মাজিথিয়ার আগাম জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার পরে তিনি অবাধে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে গ্রেফতার করেননি।

উত্তর প্রদেশের একঝাঁক নেতা বিজেপিতে, নরেশ সাইনিও গেরুয়া শিবিরে শামিল

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর প্রদেশ থেকে একঝাঁক নেতা যোগ দিলেন গেরুয়া শিবিরে। বড়সড় ধাক্কা থেকে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে বিজেপিতে শামিল হয়েছেন উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের বেহাতের কংগ্রেস বিধায়ক নরেশ সাইনি। এছাড়াও আরও কয়েকজন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বাকিরা হলেন ফিরোজাবাদের সিরসাগঞ্জের সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক হরি ওম যাদব ও সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক ধর্মপাল যাদব। উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য, উত্তর প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন যোগদানের সময়।

গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত 'টারজান' ছবির অভিনেতা হেমন্ত, তাঁর স্ত্রীও চোট পেয়েছেন

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন 'টারজান' ছবির অভিনেতা হেমন্ত বিরজে, দুর্ঘটনায় চোট পেয়েছেন তাঁর স্ত্রীও। যদিও তাঁদের মেয়ে অক্ষত রয়েছে। মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ অভিনেতার গাড়ি রাস্তার ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা মারে। সিরগাঁও থানার আধিকারিক সত্যবাণ মানে জানিয়েছেন, স্থানীয় পাওয়ানা হাসপাতালে দম্পতির চিকিৎসা চলছে। কারও আঘাতই গুরুতর নয়। পুলিশ জানিয়েছে, রাত তখন আটটা হবে, উরসে টোল প্লাজার কাছে অভিনেতার গাড়ি রাস্তার ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা মারে। আহত হয়েছেন অভিনেতা ও তাঁর স্ত্রী, তাঁদের মেয়ে অক্ষত রয়েছে। উল্লেখ্য,১৯৮৫ সালে বব্বর সুভাষ পরিচালিত 'টারজান' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন বিরজে। এর পরে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর প্রায় সমস্ত ছবিতেই তাঁকে দেখা গিয়েছে। বলিউড ছাড়া মালয়ালম এবং তেলুগু ছবিতে কাজ করেছেন তিনি।

ফের হ্যাকারদের নজরে কেন্দ্রের মন্ত্রক, এ বার নিশানায় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ফের হ্যাকারদের কু-নজরে ভারত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। এ বার নিশানায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার হ্যান্ডল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তা পুনরুদ্ধার করা হয়। পরে এই সংক্রান্ত খবর স্বীকার করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক জানিয়েছে, টুইটার হ্যান্ডল আবার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীর সকালে কিছুক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের যাচাই করা (ভেরিফায়েড) টুইটার হ্যান্ডলের নাম বদলে হয়ে যায় 'এলন মাস্ক'। সেই হ্যান্ডল থেকে একের পর এক টুইট করা হতে থাকে। সব ক'টিতেই লেখা 'গ্রেট জব' (দারুন কাজ)। তা চোখে পড়তেই তড়িঘড়ি শুরু হয় টুইটার হ্যান্ডল পুনরুদ্ধারের কাজ। দ্রুত ডিলিট করে দেওয়া হয় টুইটগুলি। এলন মাস্ক নাম বদলে ফের ফিরে আসে মন্ত্রকের নাম। প্রসঙ্গত, 'টেসলা' ও 'স্পেস-এক্স' প্রধান মাস্ক বর্তমানে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম। এ বারই অবশ্য প্রথম নয়। এর আগে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর টুইটার হ্যান্ডলও এ ভাবেই হ্যাক করা হয়েছিল।

করোনা আবহে উৎসবের বিরুদ্ধে রায় দিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

নুরুল ইসলাম খান

প্রত্যহ লাফিয়ে পাফিয়ে বানছে অতিমারির রোগ। করোনা ও ওমিক্রনের জোড়া ফলায় কাবুল সমস্ত রাজ্য। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা হতাশ করেছে সাধারণ মানুষকে। এর মধ্যে গঙ্গাসাগর মেলার শর্তসাপেক্ষে ছাড়পত্র দিয়েছে মহামান্য আদালত। আদালতের এই রায়কে কেন্দ্র করে জনসমক্ষে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। বিদ্বজনেদের একাংশ বলেছেন রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেছে আদালত। সাধাণণ জনগণের কাছে এ বিষয় নিয়ে বিস্তর অভিযোগের তির সক্রিয় বিচার ব্যবস্থা উপর আঁচড় পড়েছে। একদিকে জনগণের স্বার্থ নিয়ে ছেলেখেলা চলছে বলে অনুযোগ আর অন্যদিকে অতিমারি রোগ নিয়ে বিধি ভাঙার খেলা। জনগণ কি বলছেন দেখে নেওয়া যাক। কথা হয়েছে। চিকিৎসক, রাজনৈতিক নেতা, মানবাধিকার কর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষকদের সাথে। বাদ যায়নি অটোচালক, গৃহবধূ এবং ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। সকলেই একবাক্যে এই করোনা রোগের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও বিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এই সিদ্ধান্তের পক্ষে মতামত জানালেও আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে দলবেঁধে যে সারছেন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

বিশিষ্ট চিকিৎসক এ আর নন্দী (এমডি, এমআরসিপি, ইউকে) বলেন, করোনা আবহ চলছে তৃতীয় এই ঢেউয়ে অনেকেই চক্রান্ত। পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাবধান ও সচেতনভাবে চলতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনে সপ্তাহকাল বাড়িতে থাকতে হবে। ভিড় এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। উৎসব ও অনুষ্ঠান না করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। পলিটব্যুরো সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম কটাক্ষ রে বলেন, আমরা জানতাম ঘোলাজলে মায় শিকার হয়, মুখ্যমন্ত্রী এখন নোনাজলে নেমে পড়েছেন করোনা মাছ শিকার করতে করোনা রুখতে রাজ্যবাসীকে আরও সচেতন হতে বলেছেন মানবাধিকার কর্মী ও আইনবীজী আনিসুর রহমান। শিক্ষক শঙ্কর সরকার, অটোচালক মহম্মদ দানিস, গৃহবধূ দীপালি দাস ও ব্যবসায়ী বিপুর মুখোপাধ্যায় সহ সকলেই একমত এই কঠিন সময়ে উৎসব না করার জন্য মতামত দিয়েছেন। বড়দিন নতুন বছরের শুভেচ্ছা সহ রাজনৈতিক প্রচার থেকে শুরু করে ধর্মীয় উৎসবগুলো বন্ধের পরামর্শ দিয়েছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ থেকে শুরু করে একেবারে আমজনাত। কারণ দেখিয়ে তাঁরা বলেছেন, আগে মানুষ তারপর উৎসব। সব মিলিয়ে একাংশ বাঙালি আজ আঙ্গুন কামড়াচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে বাংলার কৃষ্টি কালচার নিয়ে। সম্পূর্ণ বদলে যেতে বসেছে যে বাংলার অভিজাত্য সেই আলোচনাও উঠে এসেছে। তথাকথিত রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে একাংশ বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে সেকথাগুলোই উগড়ে দিলেন বৃহত্তর আমজনাত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হরিদ্বারের অ-ধর্মসভা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে জন ত্যাগী তেজস্বী শিষ্য পেলে তিনি পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে পারেন। আর একুশ শতকের দ্বাদশ দশকে হিন্দু মহাসভার নেত্রী অন্নপূর্ণা মা হরিদ্বারের ধর্মসভায় বলেছেন, 'আমরা ১০০ সেনা চাই জেতার জন্য, যারা ওদের (মুসলমানদের) ২০ লক্ষ জনকে মারবে। নরহত্যার এই হুঙ্কার দেওয়ার পরেও হরিদ্বারের পুলিশের বড়কর্তা বলেছেন যে, এই হুমকি এই হুঙ্কার আইন ভঙ্গ করেনি। কারণ হরিদ্বার হচ্চে ধর্মপীঠ, এই ধর্মপীটে কোনও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নেই। কারণ এই স্থান হচ্ছে 'হর কেঁ পেয়ারি'। এখানে গঙ্গায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাসানো হয় প্রদীপ। এই প্রদীপ ভবগৎ প্রেমের প্রতীক।

কাজেই নরহত্যার প্ররোচনাদানকারীদের কখনওই অ্যারেস্ট করা হবে না। আইনানুগ ব্যবস্থা অন্যত্র গ্রহণ করা হলেও হরিদ্বারে তা কার হবে না।

সেই কারণেই ভারভারা রাওয়ের মতো বুদ্ধিজীবীকে শহুরে মাওবাদী বলে অ্যারেস্ট করে জেলে পোরা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ছিল? তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি সরকারের সমালোচনা করেছেন। কড়া সমালোচনা তাই তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি দাওয়াই—দেশদ্রোহের ১২৪ ধারা। এই আইনে ধৃতদের সম্বন্ধে বিচার চাওয়াও এক অনুচিৎ কাজ। দেশদ্রোহের এই ২৪ নম্বর ধারা আরও কিছু বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধেওএ প্রযুক্তি হয়েছিল। যাক, এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনায় যাচ্ছি না। কেননা সেই আলোচনায় আখের কোনও ফয়দা নেই। কেবল এই কথাই উল্লেখ করব যে, এই দেশদ্রোহের আইন প্রযুক্তি হয়েছিল প্রাক্ স্বাধীনতার যুদে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মহাত্মা গান্ধির বিরুদ্ধে। এই আইনে জেল খেটেছেন মৌলনা আবুল কালাম আজাদ সহ আরও হাজার হাজার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁদের বিরুদ্ধ কী অভিযোগ ছিল? তাঁদের বিরুদ্ধ অভিযোগ ছিল তাঁরা দেশমাতৃকার ছিলেন সেবক আর বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে তাঁরা দেশের মানুষকে প্ররোচিত করতেন। এই দেশদ্রোহের আইনকে হাতিয়ার করেও কিন্তু 'ব্রিটিশ-রাজ' পার পায়নি। তাদের চলে যেতে হয়েছে।

হরিদ্বারের ইদানিং সংগঠিত ধর্মসভায় নরহত্যার প্ররোচনা দিয়েও কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। শাসক দলের কোনও কর্তা ব্যক্তি এ সম্বন্ধে 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন বিচিত্রএক শাসনে আমরা বাস করছি। বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে সরকারতারআইন প্রয়োগে একচোখা। আর এক চোখ তার বন্ধ। যা দেখা দরকার দা দেখছেন না সরকার। ভারবারা রাও যেখানে অ্যারেস্ট হয়ে কারাবন্দি হন, সেখানে নেত্রী অন্নপূর্ণা মা হত্যার প্ররোচনা দিয়েও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ তেমন হওয়ার তো কথা নয়। আইন হবে সমদর্শী। ভারভারা রাওকে দেখব, অথচ নেত্রী অন্নপূর্ণাকে দেখব না, স্বাধীন ভারতে তেমন হবে কেন?

হরিদ্বারের ধর্মসভায় কী কী কথা বলা হয়েছিল? সংবাদমাধ্যম বলছে, সে সভায় ধর্মস্থান কলুষিত করে বক্তারা এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছড়িয়েছেন উৎকট ঘৃণা। এতে ধর্মস্থান হরিদ্বার তারা অপবিত্র করেছেন। হরিদ্বার শব্দটিই হিন্দুদের কাছে খুবই অর্থবহ এবং পবিত্র। হরিদ্বার শব্দবন্ধকে বিস্তৃত করলে দাঁড়ায় 'হরির দ্বার'। হরি মানে ভগবান। ভগবানকে পেতে গেলে এই দ্বার দিয়েই পূণ্যার্থীদের যেতে হবে। তাই তো 'হর কেঁ পেয়ারীতে লাখও লাখও মানুষের স্নান আর মন্ত্রপাঠ। সন্ধ্যায় প্রদীপ ভাসানো। এই হরিদ্বার শহরে বসে 'ধর্ম-সভা'র নামে নরহত্যার মতো অধর্ম প্রচার এক অতি গর্হিত কাজ। এ কাজ যে কেবল বেআইনি, তা নয়, এ কাজ হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ। মানুষকে হত্যার কথা বলে না হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্ম সহনশীল।

কিন্তু ঘৃণা-ভাষণ দেওয়া হয়েছে হরিদ্বারের ধর্মসভায়। এই ভাষণদাতাদের মধ্যে রয়েছেন ধম্বদাস মহারাজ নামে এক সাধু এবং হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক অন্নপূর্ণা মা। আর একজন বক্তা হচ্ছেন। জিতেন্দ্র ত্যাগী, যিনি ধর্মান্তরিত হবার আগে ছিলেন ওয়াসিম রিজভি। ধর্মান্তকরণ হিন্দু ধর্মে অচল, এখন নেত্রী অন্নপূর্ণার দাপটে হয়েছে সচল। এই সভাতে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন অন্নপূর্ণা মা। সেই ভাষণেই তিনি ১০০ জন তাঁর অনুগামী কোতলকারী সেনা চেয়েছেন। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের হিঁন্দুয়ানি মানেন না, তিনি চরমপন্থায় বিশ্বাসী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ১০০ কোতলকারী ২০ লক্ষ অ-হিন্দুকে মারেন, ও তবে কি ভারত অ-হিন্দু শূন্য হবে? কোনও প্রক্রিয়া কি ভারতকে অহিন্দুশূন্য করা সম্ভব? এটা এক অসম্ভব প্রস্তাব। ইটলার যেমন জার্মানিকে ইহুদিশূন্য করতে পারেননি, তার আগেই তিনি নিজেই নিকেশ হয়েছেন---এ প্রস্তাবের ভাগ্যেও আছে সেই ললাটলিখন। তার কারণ একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। ভারতের জনসংখ্যা দেড় শত কোটি। এর মধ্যে সব ধর্মের লোকই আছে। ভারতের জনগণনা অনুসারে ভারতে জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ মুসলমান। এছাড়া রয়েছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্মালম্বীরা। এই ৪৫ লক্ষ মুসলমানকে মেরে ফেলা একটা অলীক কল্পনা। অন্নপূর্ণা মা এবং ধর্মাদাস মহারাজ এবং অন্যান্যরা এই হত্যা লীলা যদি অন্নপূর্ণা মা শুরু করতে পারেন, তবে কি পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষ তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে? এটা হতে পারে নাকি? ইহুদি নিধন যেমন পৃথিবীর মানুষ দাঁড়িয়ে দেখবে না। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এই মারণযজ্ঞ বন্ধ করবে। তার ফলে ধর্মদস মহারাজ আর অন্নপূর্ণা মা'র মতো বিবেকহীন জল্লাদরা যে কোথায় উড়ে যাবে, তার ইয়ত্তা নেই।

তবে হরিদ্বারের এই কুখ্যাত দর্মসভার কথা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। জেনে গেছে সারা বিশ্ব। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের একাংশ সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ বিচারপতি এন ভি রমণাকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করার অনরোধ করেছেন। ভারতের মানবাধিকার কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ধর্মসভার কু-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের আর্জি, দিল্লিতে 'হিন্দু যুবা বাহিনী'র সভায় ঘৃণা ও উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং হরিদ্বারের ধর্মসভার নাম করে গণহত্যার ডাক ও ঘৃণা ছড়ানোর কথা বলা হয়েছে প্রকাশেই ভারতের মুসলমানদের গণহত্যার ডাক দেওয়া হয়েছে। এমন ঘটনা ভারতের এই প্রথম। আইনরক্ষকরা নীরব।

হরিদ্বার ও দিল্লির সঙ্গে হয়তো অচিরেই যোগী রাজ্যের লখনউও যুক্ত হতে পারে। যুক্ত হতে পারে গুয়াহাটির নামও। এই ধরনের ঘৃণার উদ্রেক করা ভাষণ শুধু ভারতের 'বিবিধের মাঝে' ঐক্য ও সংহতির পক্ষে আশু এক মহাবিপদ। কেবল তাই নয়, মুসলমান সমাজ হয়তো ভাবছে যে ভারতের সব হিন্দুরাই অন্নপূর্ণা মা'র মতো লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবনও বিপন্ন করার পরিকল্পনা করছে। সুপ্রিম কোর্টের আইজীবীরা তাঁদের আর্জিতে বলেছেন যে, অতীতেও এই ধরনের বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। হরিদ্বার ও দিল্লির বক্ততাগুলি তারই ধারাবাহিক অঙ্গ। অথচ আইন রক্ষাকারীরা নীরব দর্শক। এই ধরনের ঘৃণা প্রচার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩,১৫৩ এ, ২৯৫ এ, ৫০৪, ৫০৬, ১২০ বি, ৩৪ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ হরিদ্বারের পুলিশকর্তার মতো দিল্লির পুলিশকর্তাও নীরব। তাঁরা নীরব থেকে দেশের বিপদকে, বাস্তবে জেখেই আনছেন। আইনজীবীরা তাঁদের আর্জিতে দিল্লি ও হরিদ্বারেরর ঘৃণা-ভাষণে একাধিক অভিযুক্তের নামও যোগ করেছেন। উত্তরাখণ্ডের পুলিশ আরও দু'জনের নাম তাদের এফআইআরে উল্লেখ করেছে। এইসব বক্তৃতা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে। এই ভিডিয়োতে নেত্রী অন্নপূর্ণা মা'র বক্তব্য যেমন আছে, তেমনই আছে আরও অনেক হিন্দুত্ববাদী বক্তব্য। সেই বক্তব্যে আরো এক ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো---দাঙ্গা ও সম্ভাব্য রক্তবন্যার কথা। ভারতে এখন সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেওয়ার এক মরশুম চলছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইদানিং কাশীতে বারাণসী প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে এনেছেন ঔরঙ্গজেবের কথা। এনেছেন ঔরঙ্গজেবের পাল্টা শিবাজীর কথা। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে ভারতের বর্তমানকে নির্মাণ করতে চাইছেন তিনি। কিন্তু এভাবে হিংসা-প্রতিহিংসা এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের কথাকে ডেকে এনে আধুনিক উন্নত -ভারত গড়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যদি নিজে একথা না বোঝেন, তবে সে দায় এসে পড় জনগণের উপরই যাক, সে কথা। হরিদ্বারের ধর্মসভার কথায় আবার ফিরে আসি।

ধর্মসভা। ধর্ম শব্দের অর্থ কী? যে ধারণ করে তাই ধর্ম। ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'ধারণ' করার দ্যোতনা হচ্ছে সকলের ধর্ম মর্ম নির্বিশেষে ধারণা করা। অর্থাৎ বহুত্ববাদ। এই বহুত্ববাদই ভারতের শেষ কথা বলবে। আমাদের সংবিধানে বহুত্ববাদের কথাই লেখা আছে। হরিদ্বারের ধর্মসভায় বলা হয়েছে যে, আমাদের সংবিধান নাকি 'ভুল' আর নাথুরাম গডসেই নাকি আমাদের আদর্শ। কিন্তু এতো এক মারাত্মক ভ্রান্তি? ভারতকে ভয়ানক বিপথে চালনার চেষ্টা। জানা গেল, গডসের কায়দায় নাকি ধর্মদাস মহারাজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে গুলি করেহত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই বক্তব্য যাচাই করা প্রয়োজন। ধর্মদাস যদি সাধুর জীবনযাপন করেন তার তিনি এত বৈষয়িক চিন্তা করেন কী করে? আর হরিদ্বারের ধর্মসভার আয়োজক উত্তরপ্রদেশের ডসনাদেবী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত যাতি নরসিংহানন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচারের উদ্দেশ্যে ডাকা এই ধর্ম-সভার আহ্বায়ক হয়েও পুলিশের দৃষ্টির বাইরেই রয়ে গেছেন বলে প্রকাশ। এইসভা সাম্প্রদায়িকতার সিঁদুরে মেঘ। তাকে সময় থাকতে স্তব্ধ করা না গেলে কেবল মুসলমানরাই নয়, বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ও বিপন্ন হবে ধর্মের নামে অধর্মকে রুখতে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ চাই। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কন্যা তোর জীবনভর সর্বনাশী

তিলোত্তমা মজুমদার

খবরটি নতুননও নয়। চোখে পড়ার যোগ্যও হয়ে উঠতে পারেনি। সংবাদপত্রে ভিতরের পাতায় তুচ্ছ খবরের মধ্যে একটু জায়গা পেয়েছে। ওই খানিক চোখ বুলিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ায় বাজারদরের মতো—নিত্যকার। কিংবা মড়ক ও যুদ্ধের মতো। প্রতিদিনের মৃত্যু ভোঁতা করে দেয় সংবেদনশীলতা। নারীহননের খবরও তা-ই। দৈনিকপত্রে তার দৈনন্দিন ঠাঁই। ধর্ষণ ও হত্যা, ধর্ষিতার আত্মহত্যা, পণ দিতে না পারায় দগ্ধ বধূ, ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা। অগণিত হত্যার অসংখ্য কারণ। ডাইনি বিষয়টি খানিক মর্যাদাপূর্ণ খবর। কেন নারীই শুধুমাত্র ডাইনি সন্দেহভাজন, এ নিয়ে কট্টর নারীবাদীদের ভীষণ আপত্তি। ডাকিনীবিদ্যার বুজরুকি নিয়ে আপত্তি না-ও উঠতে পারত, যদি কিছু সেরকম ঘটে না। পুরুষতান্ত্রিকতার দাবি নিয়ে পুরুষেরা গুনীন। সমাজে ক্ষমতারধর, মান্য। কোনও নারী দৈবক্ষমতার অধিকারী দাবি করতে গেলে তার 'ভর' প্রয়োজন। 'ভর'-এর ভারে, দৈব বা আলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাসের কাছে বড় অংশ। আলোচ্য সংবাদ বিষয়ে এই মানসিকতা প্রাসঙ্গিতক ক্ষমতার বিশ্বাসের কাছে বড় অংশ। আলোচ্য সংবাদ বিষয়ে এই মানসিকতা প্রাসঙ্গিক। ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে মারা বা গ্রামছাড়া করার শাস্তি এখনও বিরল নয়। ঘটনাগুলি অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেদাবি ওঠে। দিনকয়েক সেসব আলোচিত হয়।

অথচ, ইচ্ছাপূর্বক, পরিকল্পিত উপায়ে নির্যাতন করা মানুষেরই স্বভাব। অনেকে, এমনকী সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের বিপুল অংশ আজও মনে করেন নারী নির্যাতনের পর্যায় শুরু 'গায়ে হাতে তোলা' থেকে। মানসিক পীড়ন আবার কী। গায়ে হাত তোলে? বেঁধে রাখে? খেতে- পরতে দেয় না? একজন মেয়ের সসম্মান জীবনযাপনের এই হল নিম্নসীমা।

যে খবর প্রসঙ্গে শুরু হয়েছিল, সেটি 'মেয়ে হওয়ায় বয়স ৩৫। মুম্বইয়ের পারেলে কালচৌকিবাসী এই নারীর ৮ বছরের একটি মেয়ে আছে। এরপর অনেকবার সে গর্ভবর্তী হয়। প্রত্যেকবার 'কালাজাদু'-র প্রয়োগে ঘরের লোকজন জেনেছে সে কন্যা বহন করছে, এবং তাকে গর্ভপাতে বাধ্য করা হয়েছে। স্বামী ও শ্বশুরকুলের চাহিদা পুত্রস্তান, যা দিতে পারা বা-না পারার যাবতীয় দায় ওই বধূর । পুনরায় মেয়ে জন্ম দেওয়ায় তাকে নিয়ন্তর দোষারোপ করা হয়, পরিবার তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। অবশেষে সে জলের ট্যাঙ্কে ডুবিয়ে তিনমাসের শিশু কন্যাকে হত্যা করে। এই খুনের সুবিচার হবে নিশ্চয়। মা শাস্তি পাবে। আর বাকিরা? যারা কন্যা জন্মদানের অপরাধে ওই মা'কে ত্যাগ করেছিল? গর্ভপাতে বাধ্য করেছিল? তাদের বিচার? তত্ত্বতালাশ করবে তো পুলিশ, মানসিক নির্যাতনের কোন পর্যায়ে পৌঁছে এক মা তার আত্মজা শিশুকে জলে ডুবিয়ে মারে? বিশ্লেষণ করে দেখা হবে কিৎ কতখানি বিপন্ন ও অসহায় ছিল সেই নারী?

হয়তো হবে, কিংবা আরও মর্মান্তিক কোনও খবরের তলায় চাপা পড়ে হারিয়ে যাবে মুম্বাইয়ের এক হতভাগিনী না। খবরের রেশ আর ক'দিন? প্রকৃত নির্ণয়ে খবরের অবদান হল সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলা। ব্যতিক্রমী সংবাদ নিয়ে আলোচনা হয় বেশি। কিন্তু প্রাত্যহিক অন্যায়, অবিচার, অপরাধ ইত্যাদি একটি সমাজের স্বরূপ ও অবস্থান স্থির করে। এই মা, স্বপ্না বজরং মাকদুম, স্বয়ং অপরাধী ও অপরাধের শিকার। তার পরিস্থিতি এক বিশাল সংখ্যক নারীর অবস্থান নির্দেশ করে দেয়। প্রথমত, স্বপ্না মাকদুমের বিবাহকাল অন্তত বছর দশ। তাহলে দশ বছরের সংসার ও সহবাস মেয়েদের ভরসা বা নিরাপত্তা দেয় না। অথচ, আজও ভারতে অধিকাংশ নারীর জীবনযাপনের প্রধান উদ্দেশ্যও উপায় 'বিয়ে'।

দ্বিতীয়ত, স্বপ্না ও তার পরিবার যে আর্থিক বা সামাজিক বর্গেই অবস্থান, করুক, বোঝা যাচ্ছে, জন্মদান বিষয়ে তাদের কাছে কোনও বৈজ্ঞানিক ধারণা পৌঁছয়নি। শুধু তা-ই নয়, তারা কালাজাদুতে বিশ্বাস রাখে। এর সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত বা অশিক্ষিতর কোনও তফাত নেই। এমনকী, স্বপ্না মাকদুম নিজের সেই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সে নিজেও পুত্রজন্ম দিতে না পারার জন্য নিজেকে দোষী ভাবতে পারে। অর্থাৎ বিবাহ যেমন একটি মেয়ের জীবনে সাফল্যের ধাপ, তেমনই, সমাজ তাকে এই ভাবনার আবর্তে প্রবেশ করিয়ে দেয় যে পুত্রসন্তান প্রসবের মধ্যে তার সার্থকতা।

তৃতীয়ত, স্বপ্ন তার শিশুকন্যাকে জন্মমাত্র খুন করেনি, তিনমাস পর করেছে। এই তিনমাস সে ছিল পরিত্যক্ত। পুত্রজন্মদানের পূর্বাপর ব্যর্থতা ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া তার মধ্যে ঘটিয়েছে আত্মগ্লানি, নিরাপত্তাহীনতার বোধ, অসহায়তা, নারীজন্মের প্রতি ধিক্কার, যা পরোক্ষে ওই শিশুকেই দোষী সাব্যস্ত করে, এবং তার বেঁচে থাকা স্বপ্নার কাছে নিরর্থক হয়ে যায়। সন্তানের মূল্যে সে ক্রয় করতে চায় তার শ্বশুরকুলের স্থান। এতকাল মানসিক নিপীড়ন সত্ত্বেও গর্ভপাতের মতো নিদারুণ ক্লেশকর জবরদস্তি সত্ত্বেও সে মনে করছে সমাজও পরিবার তাকে যা দিয়েছে, তা হারাতে নেই। কারণ , এভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে তার মন। এবং লক্ষ-কোটি ভারতীয় নারীর মন। নির্যাতনস লাঞ্ছনা, চোখের জল এবং বহু যন্ত্রণার পর একদিন সুখের মুখ দেখার আশ্বাস, এই ধাঁচায় ফেলা আছে বহু গল্প উপন্যাস, অগণিত সিনেমা, বহু রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা ও পাঁচালি। এর বাইরে বেরিয়ে এসেছে ক'জন? বিজ্ঞাপন বা ফ্যাশন জগতের নগ্ন সাহসিকতা আড়াল রাখে কত কুসংস্কার কয়েকজন সিন্ধু, উষা, সানিয়ার ঔজ্জ্বল্য অন্ধকার থাকা মেয়েদের কথা ভুলিয়ে দেয়। একজন ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিভা পাটিল, জয়ললিতা বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে বিশ্বাস সকরা শক্ত, হয় নারী নির্যাতন ও গার্হস্থ্য হিংসার নারীর মৃত্যুর হিসাবে সারা বিশ্বে ভারতের স্থান একেবারে উপরের দিকে।

স্বপ্না মাকদুম সংক্রান্ত চতুর্থ দৃষ্টিকোণও ভয়াবহ। তার সন্তান-হত্যার কারণ যদি হয় দীর্ঘ মানসিক নির্যাতনের কারণে ভারসাম্যহীনতা, যার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করা শক্ত, যাকে সমাজ 'সহ্যশক্তির অভাব' বলে চিহ্নিত করে, কিংবা, মেয়েটি পাগল দোষারোপ করে তার প্রতি ঘটতে থাকা অন্যায়কে লঘু করে দেয়, তার প্রতিকার কীভাবে হবে? কোন সমাজ করবে? যে-সমাজ কালাজাদু মাধ্যমে নির্ণয় করে গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ পরিচয়, এবং কন্যাভ্রণ হত্যা করে? সেই সমাজ, মাত্র ক'দিন আগে, 'জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা মন্ত্রক' প্রকাশিত প্রতিবেদনের বহু, তথ্য সরিয়ে যে সবচেয়ে বেশি হইচই করেছে, এই নিয়ে যে ১৪ রাজ্যে গড়ে ৩০ শতাংশ মহিলা মনে করে বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করতে পারে। কোনও কোনও রাজ্যে এই অঙ্ক প্রায় ৯০ শতাংশ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৪২ শতাংশ। কিন্তু এখানে কি পরিসংখ্যানের জাদু ও কাজ করেনি? ৯০ শতাংশ অর্থ এই নয় যে, ১০০ জন ১০০ জনকেই ধরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণনা ও বিশ্লেষণে প্রাপ্ত এই তথ্যে জ্ঞাপন করা হয়নি কিন্তু এই মহিলারা কোন আর্থিকও সামাজিক শ্রেণিভুক্ত। কোন পরিস্থিতিতে তারা মতামত দিয়েছে। স্বাধীনও নির্ভয় মতামতের পরিসর কি তারা পেয়েছে? যদি স্বপ্না মাকদুম স্বাধীনতা ও সহায়তা পেত তাহলে কি নিজ-সন্তান হত্যা করে বিবাহিত জীবনের আশ্রয় রক্ষা করত? যদি গড়ে ৩০ শতাংশ মহিলাও প্রহারে স্বামীর ন্যায্য অধিকার আছে মনে করে, তা কি জাতীয় লজ্জা নয়? প্রতিবেদনও ও আলোচনাসমূহ সেই লজ্জার সন্ধান দেয়নি, ঠিক একইরকমভাবে স্বপ্না মাকদুমের খবর যেখানে যতটুকু প্রকাশিত, সর্বত্র উপস্থাপিত হয়েছে এক মায়ের দ্বারা শিশুকন্যার নৃশংস হত্যার চিত্র। প্রকৃতপক্ষে, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিই কি এই হত্যার দায়ভাগী নয়? **(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১.৯৪-লক্ষাধিক কোভিড-সংক্রমণ ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ২.৬৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার লাগামহীন সংক্রমণ বেড়েই চলেছে ভারতে, এবার ২-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভারতের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। সোমবার সারাদিনে ভারতে কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ০৬৩ জন, মঙ্গলবার সারাদিনে ২৬,৬৫৭ জন (১৫.৮ শতাংশ) বেড়ে দৈনিক সংক্রমণ ১ লক্ষ ৯৪ হাজারের গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৪৪২ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১১.০৫ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৫,৫৩,১৯-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৩৩,৮৭৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ২.৬৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজার ২৪০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৫৩,৮০,০৮,২০০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৮৬৮-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৪২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৪,৬৫৫ জন (১.৩৪ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬০,৪০৫ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৬,৩০,৫৩৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৬.০১ শতাংশ। নতুন করে ১,৯৪,৭২০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬০,৭০,৫১০ জন।

বুধবার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৪,৮৬৮ সুস্থ হয়েছেন ১,৮০৫ জন : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে সংক্রমিতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ভারতে। বুধবার সকাল পর্যন্ত দেশে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার ৮৬৮-তে পৌঁছে গিয়েছে, ওমিক্রনে সংক্রমিত ৪,৮৬৮ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৮০৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের মোট ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনের আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে মহারাষ্ট্র, তারপর রাজস্থান ও দিল্লি।

মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৮১ জন, রাজস্থানে আক্রান্ত ৬৪৫ জন, দিল্লিতে ৫৪৬ জন, কর্নাটকে ৪৭৯ জন, কেরলে ৩৫০ জন, পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪ জন, উত্তর প্রদেশে ২৭৫ জন, গুজরাটে ২৩৬ জন, তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জন, হরিয়ানায় ১৬২ জন, তেলেঙ্গানায় ১২৩ জন, ওড়িশায় ১০২ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৪ জন, বিহারে ২৭ জন, পঞ্জাবে ২৭ জন, গোয়ায় ২১ জন, জম্মু ও কাশ্মীরে ১৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন, অসমে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৫ জন, মেঘালয়ে ৫ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, পুদুচেরিতে দু’’জন, হিমাচল প্রদেশে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত, লাদাখে একজন ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৪,৮৬৮ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১,৮০৫ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৪৯৯ জন, রাজস্থানে ৪০২ জন, দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, কর্নাটকে ২৬ জন, কেরলে ১৪০ জন সুস্থ, পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন, উত্তর প্রদেশে ৬ জন, গুজরাটে ১৮৬ জন সুস্থ হয়েছেন, তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জনই সুস্থ, হরিয়ানায় ১৪৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৭ জন, ওড়িশায় ৮ জন, অন্ধ্র প্রদেশে ৯ জন, পঞ্জাবে ১৬ জন, গোয়ায় ১৯ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন, অসমে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৫ জন, মেঘালয়ে ৪ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, পুদুচেরিতে দু’’জন, হিমাচল প্রদেশে একজনই সুস্থ, লাদাখে একজন ও মণিপুরে ওমিক্রনে আক্রান্ত একজন সুস্থ হয়েছেন।

বিজেপির সদর দফতরে একসঙ্গে ৪২ সদস্য ও কর্মীর কোভিড পজিটিভ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নয়াদিল্লির সদর দফতরে একসঙ্গে ৪২ সদস্য ও কর্মীর কোভিড টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এল। পার্টির সদস্যরা ছাড়াও সংক্রমিতদের মধ্যে নিরাপত্তা আধিকারিকেরাও রয়েছেন।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরেই ব্যস্ততা তুঙ্গে বিজেপির সদর দফতরে। বিশেষত, উত্তরপ্রদেশের ভোট ঘিরে। নির্বাচনের কৌশল ঠিক করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ গেরুয়া শিবিরের তাবড় নেতারা সদর দফতরে ম্যারাথন বৈঠক করছেন। ইতিমধ্যে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিভৃতবাসে রয়েছেনম। বুধবার সকালে ৪২ সদস্যের কোভিড পজিটিভ নিশ্চিত হতেই অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথের মতো নেতাদের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

দিল্লিতে সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের কারণে সোমবার বিজেপির সদর দফতের সকলের কোভিড টেস্ট করানো হয়। সেই রিপোর্ট আসার পরেই চাপে পড়ে গেরুয়া শিবির। বিজেপি-র সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে ৪২ জনের কোভিড ধরা পড়ে। এই ৪২ জনের সংস্পর্শে কারা এসেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকরি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা-সহ গেরুয়া শিবিরের একাধিক নেতা ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত। প্রত্যেকেই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

আমেরিকায় সংক্রমণে রেকর্ড, হাসপাতালে উপচে পড়া ভিড় করোনা-রোগীদের

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কোভিড-সংক্রমণে রোজই রেকর্ড গড়ছে আমেরিকা।

স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়ছে করোনা-রোগীদের ভিড়।

পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্তারা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৭২ জন, নতুন করে ৬.৭৩-লক্ষাধিক মানুষ সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৬৩,৩৯০,৮৭৬ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২,১৭৩ জনের, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় দ্বিগুণ।

নতুন করে ২,১৭৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৯৬ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,৬৪১,৮৫২ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৯,৮৮৫,১২৮-এ পৌঁছেছে।

হরিদ্বার ঘৃণাভাষণ মামলা : উত্তরাখণ্ড ও দিল্লি সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): হরিদ্বারে ধর্ম সংসদের নামে ঘৃণাভাষণের ঘটনায় এবং রাজধানী দিল্লিতে সভা ডেকে ঘৃণাভাষণের ঘটনায় উত্তরাখণ্ড ও দিল্লি সরকারকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। ’ধর্ম সংসদ’ অর্থাৎ ধর্মীয় সমাবেশে ঘৃণ্য বক্তৃতা মামলায় উত্তরাখণ্ড সরকারকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি এন ভি রমনার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর দীপক ত্যাগী ওরফে যতি নরসিংহানন্দ নামে এক স্বঘোষিত ধর্মগুরুর নেতৃত্বে একটি ধর্ম সংসদের আয়োজন করা হয়। সেখানে সরাসরি মুসলিম গণহত্যার ডাক দেওয়া হয়। ঘটনার ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। এমতাবস্থায় আগামী ২৩ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে আরও একটি ধর্ম সংসদ হওয়ার কথা, বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আলিগড়ের ধর্ম সংসদ বন্ধ করার জন্য আবেদনকারীদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ঘৃণাত্মক বক্তৃতার প্রেক্ষিতে বিশেষ দলের দ্বারা স্বাধীন এবং বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত চেয়েছিলেন আবেদনকারীরা।

আইসিইউ-তেই লতা মঙ্গেশকর, কোভিড ও নিউমোনিয়ায় অসুস্থ সুর সম্রাজ্ঞী

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): আপাতত আইসিইউ-তেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। কোভিড-১৯ ছাড়াও নিউমোনিয়ায় ভুগছেন কিংবদন্তি এই গায়িকা, আগামী ১০-১২ দিন তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখবেন চিকিৎসকরা। বুধবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক (যিনি লতা মঙ্গেশকরের চিকিৎসা করছেন) ডাঃ প্রতীত সামধানি জানিয়েছেন, ’লতা মঙ্গেশকর আইসিইউ ওয়ার্ডে রয়েছেন। ১০-১২ দিন তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। কোভিড ছাড়াও নিউমোনিয়ায় ভুগছেন তিনি।’ মঙ্গলবারই জানা যায়, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পরই লতা মঙ্গেশকরকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। মৃদু উপসর্গ রয়েছে তাঁর শরীরে। তবে তিনি ভালোই আছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়।

জন্মজয়ন্তীতে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা মোদীর, দেশ নির্মাণে বিবেকানন্দের স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের জন্য নিবেদিত স্বামাজিকে স্মরণ করে তাঁর সমস্ত স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকারও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসার জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার সকালে টুইট করে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটারে মোদী লিখেছেন, ’জয়ন্তী মহান স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। জাতীয় পুনরুজ্জীবনে নিবেদিত ছিল স্বামীজীর জীবন। দেশ নির্মাণের কাজে মনোনিবেশ করার জন্য বহু তরুণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি। দেশের স্বার্থে তিনি যে সমস্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন, আসুন আমরা সবাই সেই স্বপ্ন পূরণ করি।’

পঞ্জাবকে ফের প্রতিশ্রুতি অরবিন্দের, বললেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবেই

চন্ডীগড়, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবকে ফের প্রতিশ্রুতি দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার সকালে চন্ডীগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী হোক অথবা অন্য কেউ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবেই। একইসঙ্গে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পঞ্জাবে আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা আগামী সপ্তাহেই ঘোষণা করা হবে।

এদিন সকালে চন্ডীগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেজরিওয়াল। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ’আমরা পঞ্জাবের জনগণকে আশ্বস্ত করছি, আপ ক্ষমতায় এলে পঞ্জাবের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা হবে। পূর্ববর্তী সমস্ত অবমাননাজনক ঘটনার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী হোক অথবা অন্য কেউ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবেই।’ এরপরই কেজরিওয়াল যোগ করেছেন, ’পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে আগামী সপ্তাহে।’

কোভিডে আক্রান্ত নীতীন গড়কড়ি, মৃদু উপসর্গে বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক, পরিবহন ও হাইওয়েজ মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শরীরে রয়েছে মৃদু উপসর্গ, বাড়িতেই এখন নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। শরীরে রয়েছে মৃদু উপসর্গ। গড়কড়ি জানিয়েছেন, সমস্ত প্রটোকল মেনে চলছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কোভিড টেস্ট করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার রাত ১০.৪৫ মিনিট নাগাদ নীতীন গড়কড়ি নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, ’আমি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছি, শরীরে মৃদু উপসর্গ রয়েছে। সমস্ত প্রটোকল মেনে চলছি, নিজেকে আইসোলেশনে রেখেছি ও বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছি। আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনুরোধ করছি নিজেদের আইসোলেশনে রাখুন ও পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।’

‘অসমে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, যেতে হবে না পাতিয়ালায়, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক আনার চেষ্টা সরকারের’

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট (ডিএসপি) পদে নিয়োজিত হয়েছেন টোকিও অলিম্পিক ব্রোঞ্জপদক জয়ী বক্সার লভলিনা বড়গোহাঁই। আজ বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা দিশপুরে জনতা ভবনে বড়গোহাঁইয়ের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। এর পর তাঁর উর্দিতে তিন তারার ব্যাজ সেঁটে দিয়েছেন রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্ত এবং মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী বিমল বরা, মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ও পদস্থ, সাধারণ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ও পদস্থ আধিকারিক, তাঁর বাবা ও মা সহ বহুজনের উপস্থিতিতে আজ লাভলিনাকে সম্মাননা হিসেবে ডিএসপি পদে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লাভলিনা আইপিএস স্তরে যেতে পারবেন, সেই যোগ্যতা তাঁর আছে। লাভলিনার নামে গুয়াহাটিতে একটি রাস্তার নামকরণ করা হবে, ঘোষণা করেছেন হিমন্তবিশ্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের গৌরবের ক্ষণ অসমবাসী খুব কম পেয়েছেন। রাজ্য পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে তিনি অসম পুলিশের পরিবারে তাঁকে সাদর স্বাগত জানাচ্ছেন। লাভলিনা ক্রীড়া ক্ষেত্রের মতোই অসম পুলিশকে আরও গতিশীল করতে সচেষ্ট হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের ক্রীড়া নীতির বলে লাভলিনাকে ২১ ব্যাচে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২১ ব্যাচে খুব কম সংখ্যার মানুষ নিযুক্তি পান। বলেন, লাভলিনার বয়স কম। তাই অসম পুলিশের উচ্চ পদে যেতে পারবেন তিনি। ডিগ্রি পাশ করার পর আইপিএস-এ যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে, সেই যোগ্যতা তাঁর আছে। ড় শর্মা আরও বলেন, গত আট মাসে অসম পুলিশ জনতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। অসম সরকারের শূন্য পদগুলিতে রাজ্য বা দেশের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পদক লাভপ্রাপ্তদের নির্দিষ্ট নিয়মের বলে তাঁর সরকার নিয়োগ করবে বলেও আজ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পড়াশোনার মতো খেলাধুলোর মাধ্যমে জীবনকে আমরা এগিয়ে নিতে পারি। আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে খেলাধুলোর প্রতি বিদ্যমান অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি নির্মূল করতে হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন, হতাশাগ্রস্ত মানসিকতা থেকে যুবপ্রজন্মকে বের করে আনার জন্য খেলাধুলোই হচ্ছে উত্তম মাধ্যম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলে, অসমের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর সরকার। ইতমধ্যে আটটি জেলায় এর জন্য ৫০০ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটি থানায় একেকটি ফুটবল এবং ভলিবল দল গঠন করা হবে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি দুলিয়াজানে অনুষ্ঠিত পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। কেবল তা-ই নয়, অসমের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ নিতে সবসময় যাতে পাতিয়ালায় যেতে না হয়, তার জন্য অসমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে আন্তর্জাতিকস্তরের খ্যাতিসম্পন্ন প্রশিক্ষক আনার চেষ্টা সরকার করবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য, লাভলিনা বড়গোহাঁই হচ্ছেন অলিম্পিকে পদকবিজয়ী অসমের প্রথম খেলোয়াড়। টকিও অলিম্পিকে বক্সার লাভলিনা ব্রঞ্জপদক জয় করে অসমের ক্রীড়া ইতিহাসে রচনা করেছেন নতুন অধ্যায়। লাভলিনার আগে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য ধিং-এক্সপ্রেস খ্যাত দৌড়বিদ হিমা দাসকেও রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদত নিয়োগ করে সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে, ডিএসপি পদে যোগদান করে লাভলিনা বলেন, অসমে ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে চেষ্টা করে যাবেন। খেলোয়াড়দের লক্ষ্যে উপনীত করার অদম্য চেষ্টা করার অঙ্গীকার করার পাশাপাশি অসম পুলিশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত বলেন, লাভলিনার আগে দৌড়বিদ হিমা দাসকেও ডিএসপি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। খেলাধুলোয় আগ্রহী অসম পুলিশের কর্মীদের খেলার প্রতি হিমা এবং লাভলিনা অনুপ্রাণিত করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন ডিজিপি।

এছাড়া মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, লাভলিনা যেন আগামী দশ বছর কেবল খেলার প্রতি মনোনিবেশ করেন, সেই আশা করছেন তিনি। আগে খেলাধুলো, তার পর পুলিশের চাকরিতে মন দিতে লাভলিনাকে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। বলেন, লাভলিনার বয়স কম, তাই অদূর ভবিষ্যতে তিনি আইজিপি পদেও উন্নীত হতে পারবেন বলে নিশ্চিত তিনি। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিত বক্তব্য পেশ করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী বিমল বরাও।

এসইউসিআই এর উদ্যোগে মাস্টার দা সূর্য্য সেনের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে বুধবার আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

কারবি আংলঙে উদ্ধার আরও প্রায় ৯ কোটি টাকার হেরোইন ও জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গ্রেফতার দুই

ডিফু (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙে উদ্ধার হয়েছে আরও ৭৯৫ গ্রাম হেরোইন। তবে এবার মাদকদ্রব্যের সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বন্যপ্রাণীর বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। উদ্ধারকৃত সামগ্রিগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে ৯ কোটি টাকার বেশি হবে বলে মনে করছে পুলিশ। ড্রাগস ও জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচারের অভিযোগে দুই তস্করকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গতকালও ভোর প্রায় ছয়টা নাগাদ বোকাজান মহকুমার লাহরিজানে পুলিশের চেকিং পয়েন্টে রুটিন নাকা তালাশির সময় পণ্যবাহী একটি ট্রাক থেকে ১১০টি সাবান কেসে ভরতি প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের ১.৫ কিলোগ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। আজ বুধবার সকালে খটকটিয়া পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই পাচারকারীর হেফাজত থেকে ৭৯৫ গ্রাম হেরোইন এবং বন্য জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাজেয়াপ্ত করেছে। জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে হরিণের দুটি শিং, কচ্ছপের খোল ও চামড়া, দুটি হাতির কুজ্জ সহ আরও। মাদক ও জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্ধার এবং দুই পাচারকারীকে আটক করায় পুলিশকে সাবাশি জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডলে ঘটনার তথ্য দিয়ে পুলিশকে অভিনন্দনের পাশাপাশি তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করে মাদক ও অসাধু কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোভিড রোগীরা হোম আইসোলেশনে থাকার সময় কী কী নিয়ম মেনে চলবেন

করোনা আতঙ্ক যেন কাটতেই চাইছে না। যখনই সংক্রমণের সংখ্যাটা নিম্নমুখী হচ্ছে, ঠিক তখনই নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের উদ্ভব করোনার গ্রাফকে আবার উর্ধমুখী করে দিচ্ছে। ২০২২ সালের শুরু থেকেই করোনা আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ভারতে রোজই লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা, তবে এবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা আপাতত শতাংশের বিচারে আগের চেয়ে কম বলেই জানা যাচ্ছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে থাকতে দেখা যাচ্ছে হোম আইসোলেশনে।

বুধবার, ৫ জানুয়ারি একটি নির্দেশিকায় হোম আইসোলেশনের নতুন নিয়ম জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তাতে বলা হয়েছে, বাড়িতে চিকিতাধীন করোনা রোগীরা সাত দিন পর হোম আইসোলেশন শেষ করতে পারেন, তবে সেটা কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। বাড়িতে থাকতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে, তা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দেখে নিন সেই তালিকা - হোম আইসোলেশনে কারা থাকতে পারবেন? ১) চিকিতক যেসব রোগীর লক্ষণ হালকা বা অ্যাসিম্পটোমেটিক বলে জানাবেন, তারাই হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবেন। ২) কোভিড আক্রান্তকে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে একেবারে পৃথকভাবে নিভৃতবাস পালন করতে হবে। রোগীর হোম আইসোলেশনের জন্য এবং পরিবারের সকলে যাতে কোয়ারান্টিনে থাকতে পারে, সেরকম সুবিধা রোগীর বাড়িতে থাকতে হবে। ৩) একজন পরিচর্যাকারী (কোভিড-১৯ টিকার দু'টি ডোজ নিয়েছেন এমন কেউ) ২৪অ৭ উপলব্ধ থাকা উচিত, যাতে সর্বদা রোগীর দেখভাল করতে পারে। একজন পরিচর্যাকারী এবং একজন চিকিতক হোম আইসোলেশনের পুরো সময়কালের জন্য নিয়োগ থাকবে। ৪) ৬০ বছরের বেশি বয়সী রোগীদের এবং যাদের কো-মর্বিডিটি আছে, যেমন - উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস/লিভার/কিডনি রোগ, সেরিব্রোভাসকুলার রোগ, ইত্যাদি। তাদেরকে চিকিতক দ্বারা যথাযথ পরীক্ষার পরেই হোম আইসোলেশনের অনুমতি দেওয়া হবে।. ৫) যাদের ইমিউনিটি খুবই দুর্বল, ক্যান্সার থেরাপি, ইত্যাদি) তাদের হোম আইসোলেশনের পরামর্শ দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র চিকিতক যথাযথ মূল্যায়নের পরে অনুমতি দিলে তবেই হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবে।

হোম আইসোলেশনে থাকার নিয়ম ১) যে ঘরে রোগী থাকবেন, সেই ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে। জানালা খোলা রাখতে হবে। ২) সর্বক্ষণ ত্রিস্তরীয় মাস্ক পরতে হবে। আট ঘণ্টা অন্তর মাস্ক বদলাতে হবে। অন্য কেউ ঘরে প্রবেশ করলে এন ৯৫ মাস্ক পরতে হবে। ৩) ব্যবহার করা মাস্ক দু'টুকরো করে আবর্জনার ব্যাগে রাখতে হবে ন্যূনতম ৭২ ঘণ্টা। তারপর সেটা ফেলবেন।

৪) ঘন ঘন সাবান-জল দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। অ্যালকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন। ৫) রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল, ফলের রস, গরম স্যুপ, চা জাতীয় পানীয় পান করতে হবে। ৬) কোভিড আক্রান্তের ব্যবহৃত বাসন বাড়ির অন্য কারুর ব্যবহার করা চলবে না। রোগী যে ঘরে থাকবেন, সেই ঘরের যেসব জিনিসে বেশি হাত পড়ে, সেগুলি নিয়মিত সাবান-জল বা জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৭) সময়মতো পালস অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপতে হবে। এছাড়া, প্রতিনিয়ত দেহের তাপমাত্রাও মাপতে হবে। ৩ দিনের বেশি ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রার জ্বর থাকলে, অক্সিজেনের পরিমাণ ৯৩ শতাংশের কমে গেলে, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কখন হোম আইসোলেশন বন্ধ করতে হবে?

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সংশোধিত নির্দেশিকাতে জানিয়েছে, সামান্য উপসর্গ বা যাদের উপসর্গ নেই তাদের হোম আইসোলেশনে সময়সীমা ১৪ দিন থেকে কমে হল ৭ দিন। রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর ৭ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। তবে এর মধ্যে টানা তিনদিন যদি জ্বর না আসে তাহলে ৭ দিনেই আইসোলেশন শেষ হয়ে যাবে, এমনটা ধরে নিতে হবে। পুনরায় কোভিড পরীক্ষা করানোরও প্রয়োজন নেই। জ্বর এলে চিকিতকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খাওয়া চালাতে হবে। মাস্ক পরা চালিয়ে যেতে হবে।

এর আগে আইসোলেশন থেকে বেরোনোর আগে কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট নেওয়ার নিয়ম ছিল। তবে এবার নতুন করে পরীক্ষা করানোরও দরকার নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তবে হোম আইসোলেশন শেষ হলেও, রোগীকে সবসময় মাস্ক পরে থাকতে হবে। হালকা উপসর্গ যাদের রয়েছে, তারা একেবারেই স্টেরয়েড ব্যবহার করবেন না। অক্সিজেনের মাত্রা ৯৩-এর নীচে নামলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজন হলে হাসপাতালে ভর্তি হন।

ভেজা চুলে যা করলে ক্ষতি হয়

ভেজা চুল বাঁধা বা আচঁড়ানোর কারণে চুল পড়ে যেতে পারে।

অফিস যাওয়ার তাড়া কিংবা দ্রুত কোথাও যেতে হবে এরকম পরিস্থিতিতে গোছল করে চুল আঁচড়িয়ে বেরিয়ে যান অনেকে।

ভেজা অবস্থায় চুল বাঁধা বা আঁচড়ানোর ফলে হয়ে যায় জটপ্রবণ ও রুক্ষ। পাশাপাশি চুলের গোড়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত। ফেমিনা ডটইন'য়ে চুল ভালো রাখতে ভেজা অবস্থায় যে ভুলগুলো এড়িয়ে চলা উচিত সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ভেজা চুল আচঁড়ানো: ভেজা অবস্থায় চুল সবচেয়ে দুর্বল থাকে। আর এই সময়ে চুল আঁচড়ালে এর ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও ভেজা চুল আচঁড়ালে তা আগা ফাটা, ফুলে থাকা ও রুক্ষভাব সৃষ্টী করে। তাই চুল সম্পূর্ণ শুকানোর পরে তা আচঁড়ানো উচিত।

ভেজা চুলে তাপ প্রয়োগ: 'স্টাইলিং টুলস' যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা এমনিতেই ভালো না। আর ভেজা চুলে এসব তাপীয় যন্ত্রের মাধ্যমে তাপ প্রয়োগ করা আরও ক্ষতিকর। ভেজা চুল তাপ বেশি শোষণ করে এবং 'পোড়া'ভাবের সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় না বরং শুকিয়ে আসলে এগুলো ব্যবহার করা উচিত।

ভেজা চুলে ঘুমানো: চুল ভেজা অবস্থায় ঘুমানো চুলের ক্ষতির অন্যতম কারণ। এতে চুল ভেঙে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ বাতাসে চুল শুকানো সবচেয়ে ভালো। তবে ঘুমানোর আগে গোসল করা হলে 'ব্লো ড্রায়ার'য়ের সাহায্যে চুল শুকিয়ে নেওয়ায়া প্রয়োজন। ভেজা চুল জোরে তোয়ালে দিয়ে মোছা: ভেজা অবস্থায় চুল জোরে মোছা ঠিক নয়, এতে আগা ফাটা ও চুলের ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই ভেজা চুল মসৃণ তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে প্রথমে পানি মুছে নিতে হবে। পরে তা বাতাসে শুকানো উচিত।

ভেজা চুল বাঁধা: ভেজা চুলের গোড়া দুর্বল থাকে বলে তা বাঁধা ঠিক নয়। এই সময় চুল বাঁধা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় চুলে ঝুঁটি, বেণি বা অন্য কোনো স্টাইল করা ঠিক নয়।

যে ধরনের তেল হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো

একেক তেল রান্নায় আনে একেক রকম স্বাদ। নারিকেল, সরিষা, অ্যাভোকাডো, জলপাই, সূর্যমুখী, 'ক্যানোলা' ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে আসা তেল আজকাল রন্ধনপ্রণালীর অংশ হয়েছে।

তবে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কোন তেলটি ভালো?

এই প্রশ্নের আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর দিয়েছে 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএইচএ)'। সঙ্গে জানিয়েছে হৃদযন্ত্রের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এমন ১০টি দিক সম্পর্কে। এই সংস্থার মতে, তরল 'নন-ট্রপিকাল' উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসা তেল যেমন- জলপাইয়ের তেল বা অলিভ অয়েল এবং 'সানফ্লাওয়ার অয়েল' বা সূর্যমুখীর তেল হৃদযন্ত্রের জন্য হবে সবচাইতে উপকারী। পুষ্টিবিদ লিসা মস্কোভিচ হলেন নিউ ইয়র্ক নিউট্রিশন গ্রুপ'য়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং 'দ্য কোর থ্রি হেলদি ইটিং প্ল্যান' বইটির রচয়িতা।

তিনি বলেন, "নারিকেল তেল, পাম অয়েল ইত্যাদি 'ট্রপিকাল' তেল হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টাকে বিবেচনায় আনলে মোটেই ভালো পছন্দ নয়। কারণ বহুল ব্যবহৃত এই তেলগুলোতে থাকা চর্বিতে থাকে অতিমাত্রায় 'প্রো-ইনফ্লামাটরি স্যাচুরেইটেড ফ্যাট। মাত্রাতিরিক্ত 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' শরীরে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা বাড়ায়। আর সেখান থেকেই বাড়ে হৃদরোগ এবং 'স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি।"

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মস্কোভিচ আরও বলেন, "'অলিভ অয়েল', 'সানফ্লাওয়ার অয়েল' ভালো বলা মানেই এই নয় যে, নারিকেল তেল কিংবা 'ক্যানোলা অয়েল' ক্ষতিকর। কোন তেলে কতটা 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' সেটাই মুখ্য বিষয়।"

আর সেই মাত্রা জানতে চাইতে তেলের বোতলের গায়ে লেখা 'নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টস' পড়লেই জানা যায়। যে তেল কক্ষ তাপমাত্রায় যত বেশি জমে যায় তাতে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'য়ের মাত্রা ততই বেশি।

অলিভ অয়েলের স্বাস্থ্যগুণ এই তেলে উচ্চমাত্রায় মেলে 'মনো-আনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড'। এই স্বাস্থ্যকর চর্বি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা। ২০১৪ সালে ৬৩,৮৬৭ জন নারী আর ৩৫,৫১২ জন পুরুষকে নিয়ে এবিষয়ে একটি গবেষণা চালানো হয়। এই অংশগ্রহণকারীদের হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি কোনো দূরারোগ্য ব্যধি কখনই ছিল না। গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা দিনে আধা টেবিল-চামচ 'অলিভ অয়েল' গ্রহণ করেছেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কমেছে ১৫ শতাংশ। পাশাপাশি 'করোনারি হার্ট ডিজিজ'য়ের ঝুঁকি কমেছে ২১ শতাংশ। মস্কোভিচ বলেন, "হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী তো বটেই, 'এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল'য়ের আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাগুণ। দৈনন্দিন বিভিন্ন বদভ্যাস, মানসিক চাপ থেকে প্রদাহের যে আশঙ্কা দেখা দেয় সেগুলো থেকে সুরক্ষা দেয় ওই 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। প্রদাহে জর্জরিত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হজমশক্তি, হরমোনের ভারসাম্য, বিপাকক্রিয়া সবকিছুই দুর্বল হয়ে পড়ে।" সূর্যমুখী তেলের গুণাগুণ মস্কোভিড বলেন, "ভিটামিন ই'য়ের আদর্শ উৎস এই তেল। যা কাজ করে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে।" এই তেলে আরও থাকে 'ওমেগা-সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড, যা প্রদাহনাশক। তবে এর সঙ্গে ভারসম্য বজায় রেখে খেতে হবে 'ওমেগা থ্রি' আছে এমন খাবার। যেমন- স্যামন মাছ, টুনা মাছ, কাঠবাদাম, 'ফ্লাক্সসিড' ইত্যাদি।

করোনা ভাইরাস নাকি সর্দিজ্বর

সাধারণ ঠাণ্ডা জ্বর, 'ফ্লু' নাকি কোভিড-১৯! কীভাবে বুঝবেন? লক্ষণগুলোতো প্রায় এক।

গলা ব্যথা বা অস্বস্তি, নাক দিয়ে পানি আসা, পেশি বা শরীর ব্যথা এই উপসর্গগুলো দুবছর আগেও আজকের মতো আতঙ্কের ছিল না।

কারণ ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্তও এগুলো ছিল মৌসুমি সর্দিজ্বরের সাধারণ উপসর্গ, যা সারতে ওষুধ খাওয়ারও প্রয়োজন পড়তো না।

তবে আজ এগুলোই প্রাণঘাতি মহামারী কোভিড-১৯'য়ের উপসর্গ।

তাই বলে মৌসুমি সর্দিজ্বর কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই এই সমস্যাগুলোতে যখন কেউ ভুগছে, তখন তা 'কোভিড-১৯' নাকি মৌসুমি সর্দিজ্বর তা নিয়ে দোটানা রয়েই যায়।

সিএনএন'য়ের এক প্রতিবেদনে 'এপিডিমিওলজিস্ট' এবং 'ডেট্রয়েট হেল ডিপার্টমেন্ট'য়ের সাবেক কার্যনির্বাহী পরিচালক ডা. আব্দুল আল-সাইদ বলেন, "করোনাভাইরাসের নয়া ধরন 'ওমিক্রন'য়ের তাণ্ডব বৃদ্ধির প্রভাবে 'কোভিড-১৯' রোগীর সংখ্যা আবারও বাড়ছে দ্রুত গতিতে। যারা টিকা নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে ভাইরাসের এই নয়া ধরনের তীব্রতা কম। তবে মনে রাখতে হবে, টিকা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এই ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করে।"

টিকার 'বুস্টার ডোজ' নিলে তার করোনাভাইরাসকে শনাক্ত করে তাকে কার্যকরভাবে ধ্বংস করার ক্ষমতা বাড়বে প্রতিবার। তাই বলে সংক্রমণকে হেলাফেলা করার অবকাশ নেই কখনই।

তিনি আরও বলেন, "একক ব্যক্তির ওপর 'ওমিক্রন'য়ের প্রভাব হয়ত মৃদু, তবে পুরো জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হলে এই মৃদু ধরনই গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে।"

যুক্তরাষ্ট্রের 'চিল্ড্রেন'স ন্যাশনাল হসপিটাল'য়ের 'ফিজিশিয়ান' ডা. সারাহ অ্যাশ কম্বস বলেন, "'কোভিড-১৯' সংক্রমণের অনেকগুলো লক্ষণ মৌসুমি সর্দিজ্বরের মতোই। তাই উপসর্গ কী ইঙ্গিত করছে তা জানার জন্য পরীক্ষা করাতে হবে।" যে লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি'র তথ্যানুসারে ডা. আল-সাইদ জানান- জ্বর, অবসাদ, শরীরব্যথা, গলাব্যথা, দম বন্ধ হয়ে আসা, বমি, ডায়রিয়া এই সবগুলোই 'কোভিড-১৯' আর 'ফ্লু' বা মৌসুমি সর্দিজ্বরের লক্ষণ। এর সঙ্গে মাথাব্যথা ও 'ড্রাই কফ' থাকলে সন্দেহ 'কোভিড-১৯'য়ের দিকে মোড় নিতে শুরু করে।

স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি হারানো এখনও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ যা 'কোভিড'য়ের ইঙ্গিত দেয়।

পরামর্শ দিতে গিয়ে এই চিকিৎসক বলেন, "তবে এই দুই উপসর্গ করোনাভাইরাসের অন্যান্য ধরনের তুলনায় 'ওমিক্রন'য়ের সংক্রমণে কম দেখা যাচ্ছে। যারা প্রচণ্ড বুক ব্যথা অনুভব করছেন, সঙ্গে আছে 'ড্রাই কফ' যা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছেন, তাদেরকে দ্রুত চিকিৎকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধান বিষয় হল একজন মানুষ কতটুকু করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছে তার মাত্রা। তাই উপরের উপসর্গগুলো দেখা দিলেই চিন্তা করা উচিত, করোনাইভাইরাসে আক্রান্ত কারও সংস্পর্শে আসা হয়েছে কি-না। সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে থাকলে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই দ্রুত পরীক্ষা করাতে হবে।"

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সকল উপসর্গকেই 'কোভিড' মনে করা নিরাপদ। পরীক্ষা করানোর সঠিক সময় ডা. আল-সাইদ বলেন, "সন্দেহ হলে পরীক্ষা করানো উচিত। তবে পরীক্ষা কখন করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। যখন কেউ উপসর্গ অনুভব করছে তখনই পরীক্ষা করাতে হবে। আগে না, পরেও না।" "যারা ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার পরও উপসর্গ টের পাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য হল শরীরে ভাইরাসের মাত্রা এখনও কম, যা পরীক্ষায় ধরা পড়ার মতো নয়। সংক্রমণের শিকার হয়েছেন এমন সন্দেহ থাকলে পাঁচ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, দেখুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয় কি-না। তারপর পরীক্ষা করান।"

"আর পরীক্ষা 'নেগেটিভ' আসা মানেই যে আপনার 'কোভিড' হয়নি তা ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়াটা ভুল হবে। প্রথমবার 'নেগেটিভ' আসার ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর আবার পরীক্ষা করানো উচিত, দুবার 'নেগেটিভ' আসলে এবার আপনি চিন্তা মুক্ত হতে পারেন। তবে 'কোভিড' হোক আর না হোক, নিজেকে সবার থেকে দূরে রাখুন।"

শিশুদের কী হবে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু হয়েছে বহুদিন পর। সব বয়সের শিক্ষার্থীরাই এখন কমবেশি স্কুল, কলেজ, কোচিং'য়ের যাচ্ছে। আবার শীতের এই আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল।

"এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের মাঝে কোনো উপসর্গ দেখা দিলে তাকে 'কোভিড-১৯' মনে করে সর্বোচ্চ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে", বলেন ডা. সারাহ অ্যাশ কম্বস। তিনি আরও বলেন, "ওমিক্রন'য়ের সংক্রমন শিশুদের মাঝেও দেখা যাচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো করেই। শিশুদের জন্য এখনও টিকার অনুমোদন হয়নি। তাই সর্বোচ্চ সচেতনতাই তাদের জন্য একমাত্র উপায়।"

"টেস্ট করানো ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র দেরি করা চলবে না। এখন আমরা ভাইরাসকে রুখতে জানি। তাই করোনাভাইরাস সংক্রমণ হলে শিশুকে মাস্ক পরাতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আর করোনাভাইরাসের নিয়ত পরিবর্তনশীল ধরন ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে।"

মকর সংক্রান্তির শুভ দিনে বাড়িতে তৈরি করুন এই দুই ধরনের পিঠে পুলি

উতসবের সবচেয়ে ভাল বিষয় হল খাদ্য। বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় উতসবে। সে ক্রিসমাস হোক বা দুর্গাপুজো কিংবা মকর সংক্রান্তি বা লোহরি। এ বছর সারা ভারতজুড়ে ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উতসব পালন করা হবে। মকর সংক্রান্তি উদযাপনের পাশাপাশি অন্যান্য আঞ্চলিক বৈচিত্রের সঙ্গে ফসল কাটার উতসব মিলে যায়।

পঞ্জাবের লোহরি, তামিলনাড়ুর পোঙ্গল এবং অসমের ভোগালি বিহু হল ফসল কাটার উতসব যা এই সময়ে হওয়া একটি ঋতুতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। আনন্দ উদযাপন করতে, বিভিন্ন খাবার প্রস্তুত করা হয় এই সময়। এমনই একটি খাবার হল পিঠে পুলি।

ভারত জুড়ে মকর সংক্রান্তি পালিত হলেও বাংলা ও ওড়িশায় যে মকর সংক্রান্তি পালিত হয়, সেখানে খাদ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আর এই বৈচিত্র্যের নামই হল পিঠে পুলি। বাঙালিদের কাছে শীতকাল মানেই পিঠে খাওয়ার দিন। এক ধরনের নয়, বিভিন্ন ধরনের পিঠে রন্ধিত হয় মকর সংক্রান্তিতে। তাই আজকে আমরা আপনার জন্য দু ধরনের পিঠের রেসিপি নিয়ে এসেছি। পাটিপাসটা প্রথমে পরিমাণ মত চালের গুঁড়ো, ময়দা, সুজি, দুধ এবং নুন একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার তাতে তরল খেজুরের গুড় ভালো করে মিশিয়ে নিন। খুব ভালো করে ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটারটি ঘন এবং পাতলার মাঝামাঝি হবে। ব্যাটারটি ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। এবার কড়াই গরম করে তাতে নারকেল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। এরপর এতে মেশান ক্ষোয়া ক্ষীর এবং গুড়। খুব ভালো করে পাক দিতে থাকুন। তবে পাক যেন শক্ত না হয়। এবার ফ্রাইং প্যানে তেল ব্রাশ করে নিন। তেল গরম হলেই তাতে গোল হাতা দিয়ে গোল করে ব্যাটারটি দিয়ে সাবধানে সেটি ছড়াতে থাকুন। আঁচ একেবারেই কমিয়ে রাখবেন। পাটিসাপটার মাঝে লম্বা করে ক্ষীরের পুর বা ক্ষীরসাটি লম্বা করে দিয়ে দিন। তারপর অনেকটা অমলেটের মতো করে ভাঁজ করে নিন। আরও কয়েক মিনিট উলটে পালটে ভেজে নামিয়ে নিন পাটিসাপটা।

সেদ্ধ পিঠে

সেদ্ধ পিঠে

প্রথমে গরম জল দিয়ে চালের গুঁড়িটা ভাল করে মেখে নিন। একটা কড়াইতে নারকেল আর গুড় দিয়ে পুরটা বানিয়ে নিন। (নারকেলের বদলে আপনি কপির তরকারি, ডাল ইত্যাদি পুর হিসাবে ব্যবহার করতে পারে) তারপর মেখে রাখা চালের গুঁড়ি থেকে ছোট ছোট করে লেচি করে নিয়ে হাত দিয়ে লুচির মতো ছড়িয়ে নিয়ে মাঝখানে চামচ দিয়ে নারকেলের পুরটা ভরে মুখবন্ধ করে দিন। আপনি আপনার পছন্দ মত আকারও দিতে পারেন। একটা বড়ো পাত্রে জল গরম বসিয়ে তার ওপর একটা ছিদ্র ভরা থালা বসিয়ে জলটা ফুটতে দিন। জল ফুটে উঠলে তার ওপর একটা পাতলা কাপড়ে পিঠেগুলো দিয়ে দিন। উপর দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে দেবে এবং ১০ মিনিট অবধি ফুটতে দিন। পিঠে সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন সেদ্ধ পিঠে।

এসএফআইয়ের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশে কড়া বিধিনিষেধের পথে হাসিনা প্রশাসন, বন্ধ সভা-সমাবেশ

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের সংক্রমণ বাড়ছে বাংলাদেশে। যার জেরে ১৩ জানুয়ারি থেকে আরও কড়া বিধিনিষেধের পথে হাসিনা প্রশাসন। এই সংক্রান্ত নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা এবং সামগ্রিক বিবেচনায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কিছু বিষয়ের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হল। যার মধ্যে অন্যতম ধর্মীয় সভা-মিছিল। ১৩ তারিখ থেকে এসব একেবারেই নিষিদ্ধ বাংলাদেশে এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং মাস্ক পরার বিষয়ে সকল মসজিদে জুমার নমাজের খুতবায় ইমামগণ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করবেন।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, দোকান, শপিং মল ও বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং হোটেল, রেস্তরাঁ-সহ সব জনসমাগমস্থলে বাধ্যতামূলক ভাবে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ শাস্তির মুখে পড়তে হবে। অফিস, আদালত-সহ ঘরে বাইরে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্যবিধি পালন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, তা দেখতে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। এছাড়াও রেস্তরাঁয় বসে খাওয়া এবং আবাসিক হোটেলে থাকার জন্য অবশ্যই করোনা টিকার সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। ১২ বছরের উর্ধে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা মন্ত্রক নির্ধারিত তারিখের পরে টিকার শংসাপত্র ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দর সমূহে স্ক্রিনিং-এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। পোর্টগুলিতে ক্রু-দের জাহাজের বাইরে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও আগত ট্রাকের সঙ্গে শুধুমাত্র ড্রাইভার থাকতে পারবে। কোনও সহকারী আসতে পারবে না।

বিদেশে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আসা ব্যক্তিদের বিমানবন্দরে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। ট্রেন, বাস এবং লঞ্চ ক্ষমতার অর্ধেক সংখ্যক যাত্রী নিয়ে চলাচল করবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকারিতার তারিখ-সহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করবে। সমস্ত গণপরিবহণে চালক ও সহকারীদের আবশ্যিকভাবে কোভিড-১৯ টিকাপ্রাপ্ত হতে হবে। বিদেশ থেকে আগত যাত্রীসহ সবাইকে বাধ্যতামূলক করোনা টিকার সার্টিফিকেট এবং আরটিপিসিআর কোভিড টেস্টের রিপোর্ট সঙ্গে করে আনতে হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

১১টি মেডিকেল কলেজ পেল তামিলনাড়ু প্রধানমন্ত্রী বললেন নিজেই নিজের রেকর্ড ভাঙছি

চেন্নাই, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতীক্ষা শেষ, ১১টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ পেল তামিলনাড়ু। বুধবার বিকেলে ভার্চুয়ালি রিমোটের বোতাম টিপে তামিলনাড়ুর ১১টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন চেন্নাইয়ে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লাসিকাল তামিল-এর নতুন ক্যাম্পাসেরও উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নতুন মেডিকেল কলেজগুলি প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২,১৪৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি অর্থ তামিলনাড়ু সরকার দিয়েছে।

এদিন ১১টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লাসিকাল তামিল-এর নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'অনুমোদিত এইমস-এর সংখ্যা ২২-এ উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে, চিকিৎসা সেক্টরকে আরও স্বচ্ছ করতে বেশ কিছু সংস্কার করা হয়েছে। গুণমানের সঙ্গে আপস না করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির রেগুলেশনে উদারীকরণ করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই প্রথম কোনও রাজ্যে একসঙ্গে ১১টি মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করা হয়েছে। কিছু দিন আগেই উত্তর প্রদেশে ৯টি মেডিকেল কলেজে উদ্বোধন করেছিলাম আমি, আমি নিজেই নিজের রেকর্ড ভাঙছি।'

আয়ুষ্মান ভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আয়ুষ্মান ভারতের সৌজন্যে দরিদ্ররা এখন উচ্চ মানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। হাঁটু ইমপ্লান্ট এবং স্টেন্টের খরচ আগের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী জন ঔষুধী যোজনা সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের সহজলভ্যতায় বিপ্লব এনেছে।' মাতৃভাষা ও স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমাদের সরকার স্থানীয় ভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো টেকনিক্যাল কোর্সও চালু করেছে।'

কোভিডে আক্রান্ত ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং, রয়েছে মৃদু উপসর্গ

চণ্ডীগড়, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): রাজনীতিবিদ থেকে তারকা কাউকেই ছাড় দিচ্ছে না করোনা, এবার কোভিডে আক্রান্ত হলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। বুধবার টুইট করে অমরিন্দর নিজেই করোনা-আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন। তাঁর শরীরে রয়েছে মৃদু উপসর্গ। নিজেকে নিভৃতবাসে রেখেছেন তিনি এবং সম্প্রতি তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং নন, কিছু দিন আগেই তাঁর স্ত্রী এবং পাটিয়ালার কংগ্রেস সাংসদ প্রীণীত কৌরও কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন। এবার কোভিডে আক্রান্ত হলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। সকলেই আপাতত নিভৃতবাসে রয়েছেন।

চান্নি ও সিধুকে আক্রমণ মণীশের, বললেন পঞ্জাবের বিচক্ষণ মানুষের প্রয়োজন

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি ও পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধুকে আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি। বুধবার টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, পঞ্জাবের প্রয়োজন বিচক্ষণ মানুষের। মণীশ তিওয়ারি এদিন টুইট করে লিখেছেন, 'পঞ্জাবের এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজন যে পঞ্জাবের চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে পারবেন, কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। পঞ্জাবের প্রয়োজন বিচক্ষণ মানুষের...।' এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস হাইকমান্ডের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়নি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম। হাইকমান্ডের মতে, মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হলেও, অন্তর্দন্দ্ব শুরু হবে। এমতাবস্থায় মঙ্গলবারই সিধু বলেছেন, হাইকমান্ড নয়, পঞ্জাবের জনগণই ঠিক করবেন কে হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। চান্নিও মনে মনে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে রেখেছেন। এরপরই চান্নি ও সিধুকে আক্রমণ শানালেন মণীশ তিওয়ারি।

মোদীর নিরাপত্তা-চ্যুতির তদন্তে স্বাধীন কমিটি, শীর্ষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি তদন্ত করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তা-চ্যুতির তদন্ত। তদন্তের জন্য পাঁচ সদস্যের প্যানেল তৈরি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত প্যানেলের চেয়ারপার্সন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা। যত দ্রুত সম্ভব শীর্ষ আদালতে রিপোর্ট জমা দেবেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করে দেওয়া কমিটিতে বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রাকে সাহায্য করার জন্য থাকবেন, এনআইএ-র ডিরেক্টর জেনারেল, পঞ্জাব পুলিশের এডিজি (নিরাপত্তা) এবং পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল। এই কমিটি খতিয়ে দেখবে, কী ভাবে নিরাপত্তায় চ্যুতির ঘটনা ঘটল। নিরাপত্তায় গলদ হয়েছিল কেন, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে কী কী পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। শীর্ষ আদালত রায়ে জানিয়েছে, 'এক তরফা কোনও তদন্তের উপর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ন্যস্ত করা যায় না। আমরা চাই এর নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।' উল্লেখ্য, গত বুধবার, ৫ জানুয়ারি, পঞ্জাবে একটি জনসভায় যাওয়ার পথে একটি উড়ালপুলের উপর প্রায় ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কনভয়। অভিযোগ, কৃষকদের বিক্ষোভের জেরেই আটকে গিয়েছিল কনভয়।

ওমিক্রন সাধারণ ঠাণ্ডা নয়, মাস্ক পরুন ও টিকা নিন : ডাঃ ভি কে পল

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ওমিক্রন সাধারণ ঠাণ্ডা মোটেও নয়। জানালেন নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) ডাঃ ভি কে পল। মাস্ক পরার ও টিকা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বুধবার তিনি বলেছেন, ওমিক্রনের গতিকে মন্থর করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। মাস্ক পরুন ও টিকা নিন। এটা সত্য যে টিকা অনেকটাই সহায়ক। টিকা হল কোভিডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।'

ওষুধের অপব্যবহার কমাতেও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ ভি কে পল বলেছেন, 'ঔষধ ব্যবহারের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি থাকা উচিত। আমরা ওষুধের অত্যধিক ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন। অত্যধিক ব্যবহার করবেন না, এটির পরবর্তী ফল হবে... গরম জল খান, বাড়ির যত্নে গার্গেল করুন।'

সমগ্র বিশ্বে ও ভারতে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা এদিন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল বলেছেন, 'বিশ্বব্যাপী ওমিক্রনে ১১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ভারতে একজনের।' ওমিক্রনে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনাও অনেকটাই কম বলে জানিয়েছেন লব আগরওয়াল।

দিল্লিতে কমতে পারে করোনা আক্রান্ত: সতেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : আগামীদিনে রাজধানী দিল্লিতে করোনা সংক্রমণ কমবে বলে আশা প্রকাশ করলেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সতেন্দ্র জৈন।বুধবার তিনি বলেন, গত তিন-চার দিনে করোনা সংক্রমণের ঘটনা কিছুটা কমেছে। আগামী দিনে তা আরও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। জৈন আরও বলেন, মঙ্গলবার রাজধানীতে ১২,৪০০টি শয্যা খালি ছিল এবং ২২০০টি শয্যা পূর্ণ ছিল। গত কয়েকদিনে হাসপাতালগুলোতে রোগীর সংখ্যা কিছুটা কমেছে। জৈন বলেন, করোনা সংক্রমণের বিস্তার রোধে রাজধানীতে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মানুষকে করোনা প্রোটোকল মেনে চলার অনুরোধ জানিয়ে জৈন বলেন, সবাই যদি প্রোটোকল মেনে চলে, তাহলে করোনা সংক্রমণ দ্রুত কমবে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজধানীতে ২১ হাজার ২৫৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২ হাজার ১৬১ জন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন।

ওমিক্রনের দাপট, পরিস্থিতি ঠেকাতে বাংলাদেশে ট্রেনের যাত্রী সংখ্যায় কাটছাঁট

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : ওমিক্রনের দাপট শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতি ঠেকাতে এবার বাংলাদেশে ট্রেনের যাত্রী সংখ্যায় কাটছাঁট করা হচ্ছে। ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে ট্রেনগুলি। অর্ধেক আসনের জন্যই টিকিট বিক্রি করা হবে।

আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশে ট্রেনে অর্ধেক আসনে যাত্রী পরিবহণ করা যাবে বলে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। রেলের উর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠক করেন রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। সেই বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। করোনভাইরাসের সংক্রমণের গতি রুখতে নতুন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তার জেরে ট্রেনের স্ট্যান্ডিং টিকিট ও প্ল্যাটফর্ম টিকিট বিক্রিও বন্ধ থাকবে। ১৫ জানুয়ারির আগে পর্যন্ত সব আসনে যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে যাবে ট্রেন।

মে মাসের মধ্যে শিক্ষা বিভাগে নিয়োগ, কৃষকদের ধান বিক্রি সহ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অসম মন্ত্রিসভার

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী মে মাসের মধ্যে শিক্ষা বিভাগে শুরু হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া, কত দামে কৃষকরা ধান বিক্রি করবেন সহ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আজ অসম মন্ত্রিসভা অনুমোদন জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে আজ বুধবার জনতা ভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে। রাজ্যের কৃষকদের ধান বিক্রি সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করার চিন্তা করছে সরকার। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, একজন কৃষক ৫০ মেট্রিকটনের বেশি ধান বিক্রি করতে পারবেন না। দশ লক্ষ মেট্রিকটন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কৃষকদের ধান কিনতে হলে রাজস্ব দফতর থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে। এছাড়া গ্রামপ্রধানরা দিতে পারবেন সার্টিফিকেট। সহজলভ্য করতে সার্টিফিকেট হবে তিনধরনের।

এফসিআই যদি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনে, তা হলে সংশ্লিষ্ট কৃষকের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। জেলাশাসক, রেভিনিউ সার্কল অফিসার গ্রামপ্রধান ঠিক করবেন। সেজন্য আগামী ১৬ জানুয়ারি আয়োজন হবে গ্রামসভা।

এছাড়া, বজালি জেলায় জেলা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত আজকের ক্যাবিনেট। পাঁচটি জেলা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তে আজ সিলমোহর পড়েছে মন্ত্রিসভার।

এদিকে আগামীকাল উরকা (পৌষ সংক্রান্তির রাত)-র রাতে নৈশ কারফিউ ১১টা থেকে বলবৎ হবে। তাছাড়া ভোগালি বিহু তথা সংক্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে কেবল আগামীকাল ভোর চারটায় কারফিউ শিথিল হবে। এতে ভোগালির বাজার করতে পারবেন মানুষ। প্রসঙ্গত, কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধে গত ৮ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত নৈশ কারফিউ জারি করেছিল সরকার।

আজকের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্যের কলেজগুলিতে মে-র মধ্যে ৭৪৩টি সহকারী অধ্যাপকের পদ পূরণ করা হবে। এছাড়া আগামী মে মাসের মধ্যে ২০৩টি থার্ড গ্রেড এবং ৫২৪টি ফোর্থ গ্রেড পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৪ জানুয়ারি শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অসম সৌরভ, অসম বৈভব, অসম গৌরব পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে প্রাপকদের হাতে। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সদভাবনা প্রজেক্ট এক ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে। জনতা ভবনে প্যান্ডিং ফাইলগুলি দশ মে-র মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং আধিকারিকরা প্যান্ডিং ফাইলগুলি নিষ্পত্তি করবেন। সম্পর্কে প্রস্তুতির জন্য আগামী ১৭ জানুয়ারি শংকরদেব কলাক্ষেত্রে সচিবালয়ের আধিকারিক এবং কর্মচারীরা খসরা প্রস্তুত করবেন।

ক্যাবিনেট বৈঠকে 'আসাম ইয়ুথ কমিশন' সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারি খণ্ডে স্থানীয় প্রার্থীরা চাকরি পেয়েছেন কি না দেখা যাবে। এছাড়া বিদেশে অবস্থানকারী এনআরআই-দের সঙ্গেও সম্পর্ক রক্ষা করা হবে। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়াঙে পড়াশোনা করতে যতটুকু কোচিঙের প্রয়োজন, তার জন্যও কাজ করবে কমিশন। এতে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে সহায়ক হবে।

কারবি আংলঙে উদ্ধার আরও প্রায় ৭ কোটি টাকার হেরোইন ও জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গ্রেফতার দুই

ডিফু (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙে উদ্ধার হয়েছে আরও ৭৯৫ গ্রাম হেরোইন। তবে এবার মাদকদ্রব্যের সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বন্যপ্রাণীর বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে ৭ কোটি টাকার বেশি হবে বলে মনে করছে পুলিশ। ড্রাগস ও জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচারের অভিযোগে দুই তস্করকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জনৈক বাবা হাজকিকা (৩৯) এবং হাফিজুল ইসলাম (২২) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত গতকালও ভোর প্রায় ছয়টা নাগাদ জেলার বোকাজান মহকুমার লাহরিজানে পুলিশের চেকিং পয়েন্টে রংটিন নাকা তালাশির সময় পণ্যবাহী একটি ট্রাক থেকে ১১০টি সাবান কেসে ভরতি প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের ১.৫ কিলোগ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ।

আজ বুধবার ভোররাতে খটকটিয়া পুলিশ মাদক-বিরোধী অভিযান চালিয়েছিল। এক সময় এএস ০৯ এইচ ০৯০৯ নম্বরের টয়োটা ফরচুনার, এনএল ০৭ এইচ ৫১৬৭ নম্বরের ক্রেটা, এএস ১৭ জি ৮০৭২ নম্বরের একটি স্করপিও এবং এএস ০৪ বিসি ৫৮৪৯ নম্বরের একটি ডাম্পার আটক করে গাড়িগুলিতে তালাশি চালান অভিযানকারী পুলিশের আধিকারিক ও কর্মীরা। তালাশি অভিযানে ডাম্পারের টেলে গোপন একটি চেম্বার থেকে ৬০টি সাবান কেসে প্রায় ৭৯৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া এই গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় বন্য জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে হরিণের দুটি শিং, কচ্ছপের খোল ও চামড়া, দুটি হাতির কুজ্জ সহ আরও। মাদক ও বন্যজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়েছে জনৈক বাবা হাজকিকা (৩৯) এবং হাফিজুল ইসলাম (২২)-কে। পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্তকৃত কেবল ড্রাগসগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে ৫ কোটি টাকা হবে।

মাদক ও জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্ধার এবং দুই পাচারকারীকে আটক করায় পুলিশকে সাবাশি জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডলে ঘটনার তথ্য দিয়ে পুলিশকে অভিনন্দনের পাশাপাশি তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করে মাদক ও অসাধু কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোভিড পজিটিভিটি রেটে শীর্ষে বাংলা মহারাষ্ট্র-সহ ৮ রাজ্যকে নিয়ে চিন্তায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : ওমিক্রনের সংক্রমণে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশে। বুধবার কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩১৯ জন। সংক্রমণের নিরিখে সব মিলিয়ে ৮টি রাজ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উদ্বেগের মধ্যে রেখেছে। যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির যে হার, যাকে পজিটিভিট রেট বলা হচ্ছে সেই হারে সবচেয়ে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। পজিটিভিটি রেট বা সংক্রমণ বৃদ্ধির হারে তালিকায় একেবারে সামনে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এরপর রয়েছে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ। এই চার রাজ্যে সংক্রমণের ভয়াবহতা নিয়েই উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। দিল্লিতে সংক্রমণ বৃদ্ধির হার ২৩.১ শতাংশ। মহারাষ্ট্রে ২২.৩৯ শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশে বৃদ্ধির হার ৪.৪৭ শতাংশ। তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করে একথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, মোট ৮ রাজ্যের পরিসংখানের দিকে নজর রাখছে কেন্দ্র। এই আট রাজ্য হল- মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, নয়াদিল্লি, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা এবং গুজরাত। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও বেশ কিছু নির্দেশ প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পাঠিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, প্রয়োজনীয় অক্সিজেন মজুত করে রাখা, হাসপাতাল পরিকাঠামোকে প্রস্তুত রাখা, এমনকি কাদের করোনা টেস্ট করতে হবে বা কাদের প্রয়োজন নেই সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ১৫৩.৮০-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, চিন্তা বাড়াচ্ছে সংক্রমণ-স্ফীতি

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতের টিকাকরণ। টিকাকরণে ফের নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজার ২৪০ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫৩.৮০-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৫৩,৮০,০৮,২০০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

করোনা-স্ফীতির মধ্যেই কোভিড-পরীক্ষাও চলছে সমানতালে। ভারতে ৬৯.৫২-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৭,৬১,৯০০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৯,৫২,৭৪,৩৮০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৬১,৯০০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২০ জন। দ্রুত টিকাকরণ ও টেস্টের মধ্যেও করোনার ই বাড়বাড়ন্ত চিন্তা বাড়াচ্ছে।

বিজেপিতে বড় ধস, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যোগীর দ্বিতীয় মন্ত্রী দারা সিং চৌহান-র ইস্তফা

লখনউ, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : শ্রম মন্ত্রী স্বামীপ্রসাদ মৌর্য-র ইস্তাফার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার আরও এক মন্ত্রী ইস্তফা দিয়ে দিলেন যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রিসভা থেকে। মঙ্গলবার অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়ে স্বামীপ্রসাদ বলেছিলেন, দেখতে থাকুন, বিজেপিতে ভূমিকম্প হতে চলেছে। বুধবার যোগী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন দারা সিং চৌহান। যোগী সরকারে চৌহান ছিলেন পরিবেশ মন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণ হল, স্বামী প্রসাদ মৌর্যর মতই দারা সিং চৌহান হলেন ওবিসি নেতা। উত্তরপ্রদেশে তখত দখল করতে এক সময়ে এই ওবিসি নেতারাই অনুঘটকের কাজ করেছিল। এবার যেন পালা করে তাঁরাই বিজেপি ছাড়ার পণ করেছেন। পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই ধারণা স্বামী প্রসাদের মতোই দারা সিংও অচিরে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিতে চলেছেন। এই নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ছাড়লেন ৬ বিধায়ক ও দুই মন্ত্রী। কেন্দ্রে বাজপেয়ী জমানায় উত্তরপ্রদেশে বিজেপির শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন রাজনাথ সিং। তার পর থেকে দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতার স্বাদ পায়নি গেরুয়া শিবির। যদিও যোগী বাহিনী এখনও সাহসী মুখ দেখাচ্ছেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা বাড়ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা হাতছাড়া হলে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি সংশয়াতীত ভাবেই বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স এর হেলথ কার্ড ও সেরাম গ্রুপের গোল্ড কার্ডের প্রকাশ

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এবং সেরাম এনালাইসিস সেন্টার প্রাঃ লিমিটেড স্ব স্ব ক্ষেত্রে দুটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়ে বাণিজ্যিক আঙ্গিনায় এই দুই প্রতিষ্ঠান স্বপ্রতিভাত। আজ ১২ই জানুয়ারী, ২০২২ আগরতলা প্রেস ক্লাবে বিকাল ৪.৩০ মিঃ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর কর্ণধার রূপক সাহা এবং সেরাম গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব আচার্য্য "শ্যাম সুন্দর হেলথ কার্ড ও সেরাম গোল্ড কার্ড" -এই অভিনব উদ্যোগটি নিয়ে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বক্তব্য রাখলেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে আসছে হেলথ কার্ড এবং সেরামের উপস্থাপনায় গোল্ড কার্ড। সমগ্র ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই হেলথ কার্ড এবং গোল্ড কার্ডের সুবিধা উপলব্ধ করা যাবে। বর্তমান কভিড পরিস্থিতিতে কোভিড যোদ্ধা, প্রেস এর বন্ধু এবং গ্রাহক বন্ধুদের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর এটি একটি এই সময় উপযোগী প্রায়স। এই হেলথ কার্ডের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ছাড়ে সেরাম থেকে সমস্ত পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে। সেরামের দেওয়া গোল্ড কার্ড দেখিয়ে নির্ধারিত ছাড়ে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকেও স্বর্ণলঙ্কার ক্রয় করা যাবে। থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশ গড়ার সংকল্প নিয়ে সেরাম এনালাইসিস সেন্টার প্রাঃ লিমিটেড গত ১৫ বছর ধরে যৌথ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ও সেরাম গ্রুপ এবার ত্রিপুরাতেও যৌথ ভাবে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার প্রচেষ্টায় কাজ করবে। থ্যালাসেমিয়া একটি জিনগঠিত রোগ। বাবা-মায়ের এই রোগ থাকলে তাদের সন্তানদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই বিয়ের আগেই এই থ্যালাসেমিয়া রোগের পরীক্ষা অতি বাঞ্ছনীয়।এই উদ্যোগে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য।

রামকৃষ্ণপুরে ঘোষ পরিবারে আজও অমলিন স্বামীজীর স্মৃতি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : ১৮৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমার দিনে হাওড়ার একটি বাড়িতে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার ঠিক কিছুদিন আগেই তিনি শিকাগো ধর্মসভা সেরে দেশে ফেরেন। রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন নবগোপাল ঘোষ। নবগোপালবাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে আলমবাজার কুঠি থেকে সপার্ষদ তিনটি নৌকা নিয়ে স্বামীজি এলেন রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। ঘাট থেকে হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁর মাথায় ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একটি পট, যা প্রতিষ্ঠা হবে বাড়ির ঠাকুরঘরে।

আজও অমর এক দিব্যপুরুষের পাগড়ির উপাখ্যান জড়িয়ে আছে ওই ঘোষ-পরিবারের সঙ্গে। অমূল্য রত্নের মতো সেই পাগড়ি আজও আগলে রেখেছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য নবগোপাল ঘোষের পরিবার। আর রাখবেন না-ই বা কেন? কারণ সেই দিব্যপুরুষ যে আর কেউ নন, স্বয়ং স্বামীজি নিজে। ক্ষেত্রীর মহারাজা অর্জিত সিংয়ের দেওয়া সেই পাগড়ি পরেই স্বামীজি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা নিয়েছিলেন শিকাগো ধর্ম মহাসভায়। নবগোপালবাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীর অপূর্ব রক্ষনে প্রসন্ন হয়েই ''সর্বত্যাগী'' বিবেকানন্দ রেখে গিয়েছিলেন সেটি। এই পাগড়ির সেই অমর উপাখ্যান কেমন? নবগোপাল ঘোষের প্রপৌত্র অধ্যাপক সুব্রত ঘোষের বক্তব্য, রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন নবগোপালবাবু। স্বামী বিবেকানন্দ আর তিনি তাই গুরুভাই ছিলেন। সারাদিনে একবার গুরুদেবের নাম নিতে হবে, এই ভাবনা থেকেই তিনি বাড়ি করেন রামকৃষ্ণপুরে। যাতে কাউকে বাড়ির ঠিকানা বলতে গেলে আপনা থেকেই মুখে চলে আসে গুরুদেবের নাম।

সেইমতো ১৮৮০ সালে ২২ কাঠা জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন রামকৃষ্ণদেবের এই মন্ত্রশিষ্য।

সেই যুগেই তিনি ২১১ টাকা ৭৫ পয়সার মোটা মাস মাইনে পেতেন একটি সংস্থার মুখ্য হিসেবরক্ষক হিসেবে। তাঁর সেই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির স্থাপন করতে চান। আমেরিকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বার্লিন ঘুরে আসার সময় ঠাকুরের পোসিলিনের ওই পট তৈরি করেছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু, সমস্যা দেখা দিল পুজোয় বসে। কারণ রামকৃষ্ণদেবকে পুজো করা হবে কী মন্ত্রে, তা তখনও কারও জানা ছিল না। প্রশ্ন করেছিলেন স্বামী প্রকাশানন্দ। উত্তরে বিবেকানন্দ নিজে কিছু না বলে ধ্যানমগ্ন হলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর সেই গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল, এম স্থাপকায়চ ধর্মস্য, সর্বধর্ম স্বরূপিনে, অবতার ধরিষ্ঠায়, রামকৃষ্ণায়তে নম।'' নবগোপালবাবুর বাড়িই সেই বাড়ি, যেখানে প্রথম ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্র রচিত হয়। আজ তা সারা বিশ্বের রামকৃষ্ণ ভক্তদের মুখে উচ্চারিত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

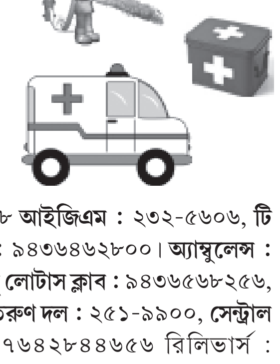

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত-চিন বৈঠকেও উত্তেজনা কমেনি, মানলেন জেনারেল নরভণে

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : চিনের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চললেও দু'দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা যে এতটুকু কমেনি, তা স্বীকার করে নিলেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নরভণে। ভারতীয় সেনাপ্রধানের কথায়, 'আলোচনা সত্ত্বেও চিনের দিক থেকে হুমকি কিন্তু এতটুকু কমেনি।' তাই আলোচনার সঙ্গেই সামরিক প্রস্তুতিও সমান তালে চলছে। সেনাপ্রধান দাবি করেন, পূর্ব লাদাখে যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারতীয় সেনা যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তৈরি রয়েছে। দেশের উত্তর সীমান্তে আধুনিক সমরাস্ত্রের সম্ভার বাড়ানো হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। বুধবারও দু'দেশের কম্যান্ডার পর্যায়ে বৈঠক ছিল। এই নিয়ে দু'দেশের সেনা পর্যায়ে ১৪তম বৈঠক। দু'বছর আগের গলওয়ানের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পরেও সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমণে ভারত-চিন ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। চিনের দিক থেকে 'হুমকি' থাকা সত্ত্বেও 'পিপলস লিবারেশন আর্মি', পিএলএ-র সঙ্গে এ দিনের বৈঠক সদর্থক বলেই উল্লেখ করেন সেনাপ্রধান। আগামী দিনে দু-দেশের সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেন।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

দিল্লি হাইকোর্টে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : দিল্লি হাইকোর্টে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানির সময়সীমা পর্যন্ত বাড়িয়েছে। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মনোজ জৈনের স্বাক্ষরে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টসহ দিল্লির নিম্ন আদালতেও একই ভাবে চলবে শুনানি।

এর আগে ৩০ ডিসেম্বর হাইকোর্ট দিল্লিতে ওমিক্রনের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে ৩ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতে শুনানির নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্ট সমস্ত প্রধান জেলা ও দায়রা জজকে ভিডিও কনফারেন্সের ওয়েবলিংক আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্ট বিচারাধীন বন্দিদের রিমান্ড বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সমস্ত প্রধান জেলা ও দায়রা জজকে নির্দেশ দিয়েছে। বিচারাধীন বন্দিদের শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজির করতে হবে।

আদালত সেই সমস্ত পক্ষ এবং আদালতের কর্মীদের আদালতে আসার আগে তারা করোনার উভয় ডোজ নিয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালত সমস্ত পক্ষকে কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকার কর্তৃক জারি করা করোনা সংক্রান্ত সমস্ত প্রোটোকল এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

ঝাড়গ্রাম আর্চারি অ্যাকাডেমিতে করোনার থাবা আক্রান্ত ১৩ জন

ঝাড়গ্রাম, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : ঝাড়গ্রাম আর্চারি অ্যাকাডেমিতে করোনার থাবা। অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর, গ্রাউন্ড ম্যান প্রশিক্ষণরত ছেলে মেয়ে সহ মোট ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

বুধবার অ্যাকাডেমি সূত্রে জানা গিয়েছে প্রশিক্ষণরত সাতাশ জন ছেলে মেয়েদের মধ্যে ১১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া অ্যাকাডেমির এক ডিরেক্টর এবং এক জন গ্রাউন্ড ম্যান আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন বু ঝাড়গ্রাম আর্চারি অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর, অফিস স্টাফ, গ্রাউন্ডম্যান, কোচ, প্রশিক্ষণরত ছেলে মেয়ে,কুক সহ প্রায় ৪৮ জনের অ্যানটিজেন পরীক্ষা হয় ।যাদের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে তাদের আইশোলেশনে রাখা হয়েছে। যারা সুস্থ রয়েছে তাদেরও আলাদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব আধিকারিক কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন 'আর্চারি অ্যাসকাডেমির ১১ জন প্রশিক্ষণ রত ছেলে, মেয়ে এবং এক ডিরেক্টর,এক গ্রাউন্ড ম্যান করোনা আক্রন্ত হয়েছেন।

করোনার কবলে অসম, পাথারকান্দিতে শুভারম্ভ বিবেকানন্দ মেলা, আতঙ্ক জনমনে

পাথারকান্দি (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে যখন রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ সহ খোদ মুখ্য মন্ত্রী উদ্বিগ্ন, তখন আজ বুধবার ঘটা করে পাথারকান্দির মুখগুমালা খেলার মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে বিবেকানন্দ মেলার। এতে এলাকার সচেতন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার পশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের মধ্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ সন্ধ্যাকর পর স্থানীয় আয়োজক সংস্থা ভারতী সংঘের ব্যরবস্থাপনায় স্থানীয় বিভিন্ন নেতাদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে উদ্বোধন হয় মেলার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসনের জনৈক পদস্থ আধিকরিকের নাকি উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ অসুবিধা বলে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি।

এদিকে আজ গোটা জেলায় নতুন করে শতাধিক ব্য।ক্তির শরীরে করোনার জীবাণু ধরা পড়েছে। এর আগে পাথারকান্দিতে বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ানের শরীরে কোভিড ধরা পড়ায় তাঁদের কয়েকজন চিকিৎসাধীন। বাকিরা রয়েছেন হোম কোয়েরান্টাইনে। এমন-কি পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাথারকান্দি মহাত্মাগান্ধী মডেল হাসপাতালের প্রথম তলাকে মাইক্রো কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

করোনা প্রকোপ নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের মুখ্যনমন্ত্রী নিজে এবং দলীয় নেতারা আয়োজিত পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সর্বজনীন ভোজে ভিড় এড়িয়ে চলার অনুরোধ করে চলছেন। এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে পাথারকান্দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধিত বিবেকানন্দ মেলা নিয়ে অনেকে মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

দিন-কয়েক আগে স্থানীয় কাবাড়িবন্দে অনুষ্ঠিত মহিষের লড়াই আসর নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকেও নিন্দার ঝড় উঠেছিল। বিষয়টি নিয়ে নাম প্রকাশে অনুচ্ছুক স্থানীয় পুলিশের এক কর্তা জানান, পাথারকান্দিতে আয়োজিত মেলার জন্য জেলা প্রশাসনের নাকি অনুমতি রয়ে। কোভিড প্রটোকল মেনে মেলার আসর বসলে নাকি প্রশাসনের সায় থাকবে। প্রশ্ন উঠেছে, মেলায় কী করে কোভিড প্রটোকল মানা সম্ভব? সরকার করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে লকডাউনের পথে হাঁটছে। এর মধ্যে পাথারকান্দিতে মেলার আসর নিয়ে এলাকার সচেতন মহলে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে জেলাশাসকের স্পষ্টীকরণ দাবি করেছেন স্থানীয়রা।

স্বামীজির জন্মদিনে সিমলা স্ট্রিট জমজমাট

কলকাতা,১২ জানুয়ারি (হি. স.): ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন। চলতি বছর স্বামীজির ১৬০ তম জন্মদিন। স্বামীজির জন্মদিন উপলক্ষে বুধবার সকাল থেকেই জমজমাট সিমলা স্ট্রিট।

প্রতিবছরই স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষে সেজে ওঠে সিমলা স্ট্রিট। এই বছরও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ও স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে। এই অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে আগামী ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত। শুধু তাই না এদিন স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর জীবনদর্শনের চর্চা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করার আহ্বান রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অনুষ্ঠানে

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বামী বিবেকানন্দ গোটা বিশ্বের সমস্ত মানবজাতির কাছে এক বিশেষ আলোকবর্তিকা। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কোটি কোটি মানুষের জন্ম হয়, কিন্তু সবাইকে তো মানুষ স্মরণ করে না। স্মরণ তাঁদের করা হয় যাঁরা নিজেদের জীবন ত্যাগ করে যোগ সৃষ্টি করে গেছেন। তাই বিবেকানন্দ সত্যিকার অর্থে ভারত-আত্মার ঘণীভূত রূপ ছিলেন। আজ ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গুয়াহাটি মহানগর সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত যোগাচার্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'যুব সমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক বক্তৃতানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা বাবলী চৌধুরী।

স্থানীয় ভরলুমুখের নারায়ণনগরে অবস্থিত আলোক ভবনের মধুকর লিমায়ে প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বামীজির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত অভ্যাগতরা। সেবিকা সংসিদ্ধা দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সমিতির মহানগর তরুণী প্রমুখ তানিমা ধরের স্বাগত তথা প্রাস্তাবিক বক্তব্যের পর এক এক করে প্রাসঙ্গিক ভাষণ দেন বক্তারা।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা বাবলী চৌধুরী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের আলোকপাত করতে গিয়ে প্রথমে স্বামীজির উপলব্ধির ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজি যুবপ্রজন্মকে শরীরচর্চা করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, গীতা পড়ার চেয়ে যোগাভ্যাস করতে হবে, করতে হবে ধ্যানও। এতে শরীর মজবুত হওয়ার পশাপাশি মনও মজবুত হবে। তিনি বলেন, স্বামীজি একজন সন্ন্যাসী হওয়ার পাশাপাশি তিনি সর্বদা শরীরচর্চা ও খেলাধুলার উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন, একটি সুস্থ শরীরের মধ্যে একটি সুস্থ মনের অবস্থান সম্ভব। কোনও দেশের উন্নতি সাধনের জন্য সেই দেশের যুব সামজের মধ্যে ফুর্তি ও শক্তির প্রয়োজন। সে জন্য তিনি যুব সমাজকে শিক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার উপর গুরত্ব দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। তাই বিবেকানন্দের জন্মদিনের পুণ্যলগ্নে গোটা যুব সমাজকে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যাপকভাবে স্বামীজির উপর চর্চা করা, অধ্যয়ন তথা গবেষণা করার আহ্বান জানান প্রধান বক্তা চৌধুরী।

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব থাকলে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া যাবে। বাবলী চৌধুরী তাই যুব সমাজকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে জীবন গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বামীজি মনে করতেন যুব সমাজের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক বিকাশ খুব দরকারি। স্বামী বিবেকানন্দ মুখস্ত পড়াশোনার উপর গুরুত্ব দিতেন না। তিনি সে সমস্ত শিক্ষাকে নেতিবাচক শিক্ষা বলে মনে করতেন। অন্যদিকে যে শিক্ষা যুবসমাজকে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক বিকাশ করে থাকে সেই শিক্ষাকে বিবেকানন্দ ইতিবাচক শিক্ষা বলে মনে করতেন। অনুষ্ঠানের আরেক বক্তা সংস্কার ভারতীর উত্তর অসম প্রান্ত কার্যনির্বাহী সভাপতি, আসাম স্টেট ফিল্ম ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান আলক্ষ্য বরুয়াও যোগাচার্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন অনুসরণ করতে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আলক্ষ্য বরুয়া বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখলেই আমাদের মনের মধ্যে শক্তি, তেজস্বিতা এবং বিশ্বাসের মনোভাব তৈরি হয়।

নানা কর্মসূচিতে

● আটের পাতার পর

বেসরকারি স্কুলে এই দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্ব বরেণ্য বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এ দিবসটি আবার বিশ্ব যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়। ছোট আকারে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বুধবার খোয়াইয়ে মহান সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০তম জন্মদিনে রক্তদান শিবির ও আলোচনা সভার আয়োজন করে ডি ওয়াই এফ আই। সংগঠনের সিংগিছড়া অনল কমিটির উদ্যোগে সানীয় পার্শনাথ মুকুল ভবনের হলঘরে আয়োজিত এদিনের রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন একুশ জন যুবক যুবতী।একইসাথে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা সংগঠনের বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গণ আন্দোলনের নেতা তথা প্রাক্তন অর্থ ও শিক্ষামন্ত্রী ভানুলাল সাহা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের অনুসারী হয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় নতুন ভারত গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। এর আগে সকালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তফশিলি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগেও পৃথক কর্মসূচীতে মহান দার্শনিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য নেতা সুনির্মল ঋষিদাস।

ডি ওয়াই এফ আই--র আলোচনা সভার শুরুতে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান গণ আন্দোলনের নেতা তথা প্রাক্তন অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক সহ মহকুমার গণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও প্রাক্তন যুবনেতৃবৃন্দ।সকালে তফশিলি সমন্বয় সমিতির কর্মসূচীতে সংগঠনের রাজ্য নেতা সুনির্মল ঋষিদাস ছাড়াও বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের মহকুমা সভাপতি অজয় দাস ও মহকুমা সম্পাদক উদয় কৃষ্ণ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডি ওয়াই এফ আই-র বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভানুলাল সাহা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস ও সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম পাল।সভানেত্রী ছিলেল বিভাগীয় সভানেত্রী মল্লিকা শীল।

আলোচনা সভায় ভানুলাল সাহা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে শুধুমাত্র একজন বীর সন্ন্যাসীর মতো দেখলে চলবে না।তিনি একজন মহান দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মানবদরদী।তিনি বর্ণভেদ প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথার অবসানের লক্ষ্যে সারা দেশ ও বিশ্বজুড়ে কাজ করেছেন তিনি।এজন্য তাকে বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছে।

ভানুলাল সাহা বলেন,বিবেকানন্দ ছিলেন মানবতাবাদী পুরুষ।তিনি এক সুমহান আদর্শকে অন্তরে লালন করতেন।তাঁর চেতনা ছিল উঁচু স্তরের।এজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন, হে ভারত ভুলিও না, মুচি মেথর দলিতরা তোমার ভাই।ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি।অস্পৃশ্যতা আর সংকীর্ণ জাতপাতের উর্ধে উঠা এক মহান ভারত ও এক মহান বিশ্বের স্বপ্ন দেখতেন তিনি।ধর্মের নামে জোর করে মানুষের ওপর অধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

তিনি বলেন, আজ যখন সারা দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শক্তির মদতে চরম হিন্দুত্ববাদী শক্তি হিন্দুধর্ম প্রচারের নামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর জাতীয় সংহতি ধ্বংস করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নগ্ন আক্রমণ চালাচ্ছে, তখন এর বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।আর এই লড়াইয়ে বিবেকানন্দ আমাদের সামনে অনুপ্রেরণা।হিন্দুধর্মকে কুক্ষিগত করে রাখার যে কোন ধরনের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মানুষকে জাগ্রত করার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের।অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বলীয়ান হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবসমাজ গড়ে তুলে নতুন ভারত ও নতুন বিশ্বের স্বপ্নকে সফল রুপদানের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আলোচনা সভায় রাজ্য যুবনেতা পলাশ ভৌমিক বলেন, যুব সম্প্রদায়ের কাছে বিবেকানন্দের চিন্তাচেতনার মর্মকথা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের।জাতপাত আর ধর্মান্ধতার মধ্য দিয়ে রাজনীতিকে কলুষিত করে তোলার মধ্য দিয়ে যুবদেরকে রাজনীতি বিমুখ করে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত রুখে দিতে হবে। বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভেদের রাজনীতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে বিবেকানন্দ আজো সমান প্রাসংগিক।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

যুব উৎসব অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জনসংখ্যা ও গণতন্ত্র-ভারতের এই দু''টি সীমাহীন শক্তি রয়েছে, গোটা বিশ্ব তা মেনে নিয়েছে। ভারতীয় যুবসমাজ জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও বহন করেন। যুবসমাজকে দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করে ভারত।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যদি প্রযুক্তির আকর্ষণ থাকে, তবে গণতন্ত্রের চেতনাও রয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় যুবকদের যদি পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকে, তবে ভবিষ্যতেরও স্পষ্টতা রয়েছে। তাই ভারত এখন যা বলে, বিশ্ব তা আগামীকালের কণ্ঠস্বর বলে মনে করে।' মোদীর কথায়, 'বর্তমানে ভারত যে স্বপ্ন দেখে, যে সংকল্প নেয়, সেই স্বপ্নে ভারতের পাশাপাশি বিশ্বের ভবিষ্যৎও দৃশ্যমান। ভারতের ভবিষ্যৎ, বিশ্বের ভবিষ্যৎ এখন তৈরি হচ্ছে।'

স্বাস্থ্যসচিবের

● প্রথম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। দ্বিতীয় ঢেউয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই এ বার মেডিক্যাল প্রস্তুতিতে কোনওরকম ঘাটতি রাখতে নারাজ কেন্দ্র। সেই কারণে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবেই রাজ্যগুলিকে অক্সিজেনের জোগান স্বাভাবিক রাখতে বলা হয়েছে।

রাজেশ ভূষণের নির্দেশ, প্রতিটি জেলায় যাতে অক্সিজেনের জোগান থাকে রাজ্যগুলিকে তা নিশ্চিত করতে হবে। লিকুইড মেডিক্যাল অক্সিজেন, অক্সিজেন কনসেন্টেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ সব ধরনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আইসিইউ ছাড়াও অক্সিজেন থেরাপির জন্য হাসপাতালগুলোয় যাতে অক্সিজেনের ঘাটতি না পড়ে, তা মাথায় রেখেই দ্রুত প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

তাই, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলে আনন্দিত হই।

তিনি বলেন, রক্তদান শিবির হবে জেনেও আজ সাব্রুমে গিয়েছি। কারণ, রক্ত দান যারা করবেন বলে স্থির করেছিলেন তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে যাক চাইনি আমি। তাই তাঁদের পাশে দাড়ানোর জন্যই সাব্রুমে ছুটে গিয়েছি। এই রক্তদান শিবির বানচাল হওয়ার জন্য তিনি শাসক গোষ্ঠির দিকেই আঙ্গুল তুলেছেন।

তখনই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, প্রচারে শুনা গেছে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সুদীপ রায় বর্মণকে বিজেপি প্রার্থী করছে না। জবাবে তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, বিষয়টি ঘুরিয়ে দেখলেই উচিত হবে। সুদীপ রায় বর্মণ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়বে না। সুদীপ আজ সাফ জানালেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক নই।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

উগরে দিয়ে- মেরামত করার বিষয়ে সরাসরি অমত প্রকাশ করে দপ্তরের আধিকারিক। অবশেষে এলাকার জনগণের পানীয় জলের পরিষেবার স্বার্থে কাউন্সিলর মিঠুন দাসের অনুরোধে আগামীকালের মধ্যে সারাই করে দেওয়ার জন্য রাজি হয় দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

এলজিবিটি

● আটের পাতার পর

অপসারণ করা হোক। একইসাথে পুলিশকে বাইরে রেখে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্যই উচ্চতর সচিব পর্যায়ভুক্তদের দায়িত্ব দিয়ে দ্রুত এই অত্যাচারজনিত অপরাধকাণ্ডের তদন্তক্রমে চিহ্নিত দোষীদের বিরুদ্ধে কালক্ষেপ না করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে এল জি বি টিভুক্ত নাগরিকদের স্বাধীনতা, সম্ভ্রম, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে অচিরেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কুকথা টুইট করে ক্ষমা চাইলেন সিদ্ধার্থ, সাইনা বললেন ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুক

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): টুইটারে কুকথা লিখে অবশেষে ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়ালের কাছে ক্ষমা চাইলেন অভিনেতা সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ ক্ষমা চাওয়ার পর সাইনা বলেছেন, 'একজন মহিলাকে এভাবে টার্গেট করা ঠিক নয়, ঠিক আছে। আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি আমার জায়গায় খুশি। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুক।'

ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়ালের একটি টুইটে মন্তব্যের পরে বিতর্কে জড়ান অভিনেতা সিদ্ধার্থ। সাইনার স্বামী পারুপল্লি কাশ্যপ থেকে শুরু করে তাঁর বাবা, সবাই সিদ্ধার্থের সমালোচনা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই ঘটনায় অবশেষে ক্ষমা চাইলেন সিদ্ধার্থ। সাইনাকে তাঁর 'চ্যাম্পিয়ন' উল্লেখ করে সিদ্ধার্থ জানিয়েছেন তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা ভুল। টুইট করেই ক্ষমা চেয়েছেন সিদ্ধার্থ। তিনি লেখেন, 'সাইনা, কয়েক দিন আগে তোমার একটি টুইটের জবাব দিতে গিয়ে আমি যে কথা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি। বেশ কিছু বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মত বিরোধ হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য যে ভাষা আমি ব্যবহার করেছি তা ঠিক নয়। আমি জানি ওর থেকে ভদ্র ভাষায় আমি কথা বলতে পারি। আশা করছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেবে। তুমি সবসময় আমার চ্যাম্পিয়ন থাকবে।"

সিদ্ধার্থ ক্ষমা চাওয়ার পর সাইনা বুধবার বলেছেন, 'একজন মহিলাকে এভাবে টার্গেট করা ঠিক নয়, ঠিক আছে। আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি আমার জায়গায় খুশি। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুক।' সাইনা আরও বলেছেন, 'তিনি (অভিনেতা সিদ্ধার্থ) প্রথমে আমার সম্পর্কে কিছু বলেছেন এবং তারপর ক্ষমা চেয়েছেন। আমি নিজেও জানি না কেন এত ভাইরাল হয়েছে। আমি নিজেকে টুইটারে ট্রেন্ডিং দেখে অবাক হয়েছিলাম। খুশি যে সিদ্ধার্থ ক্ষমা চেয়েছেন।'

মহিলা অ্যাশেজ সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের অস্ট্রেলিয়ান দল ঘোষণা

মেলবোর্ন, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচন কমিটি বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন মহিলা অ্যাশেজ সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের জাতীয় দল ঘোষণা করেছে।

মাল্টি-ফরম্যাটের সিরিজটি ২০ জানুয়ারি অ্যাডিলেড ওভালে তিনটি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে, তারপরে ২৭-৩০ জানুয়ারি ক্যানবেরার ওভালে একটি মাত্র টেস্ট ম্যাচ হবে। ওভালে ৩ ফেব্রুয়ারি প্রথম ওডিআই অনুষ্ঠিত হবে। বাকি দুটি ওডিআই মেলবোর্নে ৬ ও ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

সিরিজে প্রতিটি ওয়ানডে এবং টি-২০ জয়ের জন্য দল দুটি পয়েন্ট পাবে, যেখানে একটি টেস্ট ম্যাচ জিতে চার পয়েন্ট পাবে। যদি একটি ম্যাচ ড্র হয়, পয়েন্ট ভাগ করা হবে। সিরিজ শেষে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া দল অ্যাশেজ পাবে।

অ্যাশেজ সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: ডার্সি ব্রাউন, নিকোলা কেরি, হান্না ডার্লিংটন, অ্যাশলে গার্ডনার, রাচেল হেইন্স (সহ-অধিনায়ক), অ্যালিসা হিলি, জেস জোনাসেন, অ্যালানা কিং, মেগ ল্যানিং (অধিনায়ক), তাহলিয়া ম্যাকগ্রা, বেথ মুনি, এলিস পেরি, মেগান শুট, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড এবং টেলা ভ্লামিনকি।

ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে মরিয়া পাকিস্তান চার দেশীয় সিরিজের প্রস্তাব রামিজ রাজার

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে জয়ের পর পাকিস্তান যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। যে কোনওভাবে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে খেলতে মরিয়া পাক বোর্ড (ঞ্চঙ্খক্ষ)। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ সম্ভব নয় বুঝে এবার চার দলীয় সিরিজের প্রস্তাব দিচ্ছেন পাক বোর্ডের প্রধান রামিজ রাজা (ট্রত্থব্ব ট্রত্থদ্দত্থ)।

পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের বক্তব্য, আইসিসির কাছে আমি ৪ দলীয় একটি সিরিজ আয়োজনের প্রস্তাব দেব। ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে এই সিরিজটির আয়োজন করা হবে। রামিজ রাজা চাইছেন, পাকিস্তান-শ চার দেশই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সিরিজের আয়োজন করুক। এই সিরিজ থেকে রোজগারের টাকা তিনি আইসিসির (জ্জঙ্খঙ্খ) সব সদস্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চান।

পাক ক্রিকেট বোর্ডের এই প্রস্তাব যে আসলে ঘুরিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার চেষ্টা, তাতে সংশয় নেই। রামিজ রাজা চাইছেন পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে। যা বাস্তবে সম্ভব হলে পাক ক্রিকেটের আর্থিক সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে। কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটা একপ্রকার আকাশ কুসুম কল্পনা। প্রথমত, আইসিসি ত্রিদেশীয় সিরিজে ছাড়পত্র দিলেও এইভাবে চারদেশীয় সিরিজে কখনও ছাড়পত্র দেয়নি। দ্বিতীয়ত, আগামী দু'বছরের ক্রিকেট ক্যালেন্ডার সব দেশই সাজিয়ে ফেলেছে, তাই নতুন করে এই সিরিজে আয়োজনের সময় পাওয়া যাবে না। তৃতীয়ত, ভারত কিছুতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে খেলতে রাজি হবে না।

এই মুহূর্তে আর্থিকভাবে চরম দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পাক ক্রিকেট। ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলতে পারলে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হতে পারে পিসিবি। তাই বিসিসিআইয়ের (ক্ষঙ্খঙ্খজ্জ) থেকে পাকিস্তানের আগ্রহই বেশি। রামিজ রাজা এর আগেও ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলার মরিয়া চেষ্টা করেছেন। অক্টোবর মাসেই এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠক চলাকালীন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সচিব জয় শাহর সঙ্গে দেখা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রামিজ রাজা। তিনি দাবি করেছেন, রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে ভারত-পাক ক্রিকেট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সালাহ ভালো শুরু এনে দিতে পারলেন না মিসরকে

আগের দিন জয় দিয়ে এবারের আফ্রিকান নেশনস কাপ যাত্রা শুরু করেছেন মোহাম্মদ সালাহর দুই লিভারপুল-সতীর্থ সেনেগালের সাদিও মানে ও গিনির নাবি কেইতা। শুধু তা-ই নয়, দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি ম্যাচসেরাও হয়েছেন দুজন।

কিন্তু সালাহর শুরুটা অত মধুর হলো না। এবারের আফকনের অন্যতম শিরোপাপ্রত্যাশী ও টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল মিসর টুর্নামেন্ট শুরু করেছে পরাজয় দিয়ে।

১৮ বছর পর আফকনের গ্রুপ পর্বে মিসরকে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ দিয়েছে নাইজেরিয়া। নাইজেরিয়ার হয়ে ৩০ মিনিটে গোল করেছেন লেস্টার সিটির স্ট্রাইকার কেলেচি ইহেয়ানাচো। গোটা ৯০ মিনিটই খেলেছেন সালাহ। কিন্তু পারফরম্যান্সটা ঠিক তাঁর মতো হয়নি। বলে স্পর্শ করতে পেরেছেন মোটে ৩৫ বার, সাকল্যে একবারই গোল বরাবর শট নিতে পেরেছেন। ড্রিবল করার চেষ্টা করেছেন দুবার। লিভারপুলে রাইট উইঙ্গার হিসেবে খেললেও মিসর দলে মূল স্ট্রাইকার হিসেবে খেলেছেন সালাহ। সবার ওপরে থাকার কারণে দলীয় খেলায় সেভাবে অংশ নিতে পারেননি, সালাহর সতীর্থরাও তাঁকে সেভাবে সাহায্য করতে পারেননি গোল করার জন্য।

মাঝমাঠের লড়াইয়েও ভালোভাবেই হেরেছে মিসর। আর্সেনালের মিডফিল্ডার মোহাম্মদ এলনেনি ও অ্যাস্টন ভিলার ত্রেজেগের সঙ্গে লড়াইয়ে পাস মার্ক নিয়েই উতরে গেছেন ইহেয়ানাচোর লেস্টার-সতীর্থ উইলফ্রায়েড এনদিদি ও রেঞ্জার্সের জো আরিবো। জয়সূচক গোলটাও এসেছে আরিবোর পাস থেকেই। টুর্নামেন্টটা মিসর সাতবার জিতলেও মোহাম্মদ সালাহ একবারের জন্যও জেতেননি। সর্বশেষ মিসর আফকন জিতেছিল ২০১০ সালে, মিসরের হয়ে সালাহর অভিষেকই হয়নি তখনো! নাইজেরিয়ার বিপক্ষে সালাহদের হার সেই স্বপ্নে বেশ ভালোভাবেই ধাক্কা দিল। টুর্নামেন্ট জেতার স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে চাইলে আগামী শনিবার গিনি-বিসাউর বিপক্ষে জিততেই হবে মিসরকে। ওদিকে নিজেদের ম্যাচে গিনি-বিসাউ গোলশূন্য ড্র করেছে সুদানের বিপক্ষে।

ওদিকে সালাহদের মতো না হারলেও জেতেওনি আরেক ফেবারিট দল, গতবারের চ্যাম্পিয়ন আলজেরিয়া। রিয়াদ মাহরেজদের দল গোলশূন্য ড্র করেছে সিয়েরা-লিওনের বিপক্ষে। আফকনে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই ম্যাচসেরা হয়েছেন সিয়েরা-লিওনের গোলকিপার মোহাম্মদ কামারা। সাত-সাতটা সেভ করেছেন, মাহরেজ-বেনরাহমাদের গোলমুখ খুলতে দেননি। ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে খুশির অশ্রু যেন বাঁধ মানছিল না কামারার! সিয়েরা লিওনের পয়েন্ট পাওয়ার আরেক নায়ক সেন্টারব্যাক স্টিভেন কলকার।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পোড় খাওয়া সাবেক এই সেন্টারব্যাক ২০১২ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে একটা ম্যাচ খেলে একটা গোল করলেও পরে আর সুযোগ পাননি। এখন সিয়েরা লিওনের ডাকে সাড়া দিয়ে খেলছেন আফকন। দু-দুটি দুর্দান্ত ক্লিয়ারেন্স করে দলকে হারের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

আজ তিউনিসিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে মালি, মৌরিতানিয়ার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের সাবেক কোচ টম সেইন্টফিটের গাম্বিয়া।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কোহলির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েই তৃপ্ত রাবাডা

ধৈর্যের পরীক্ষায় বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে জয় তাঁকে দিয়েছে তৃপ্তি। কেপ টাউনে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের শেষে জানালেন কাগিসো রাবাডা। জীবনের পঞ্চাশতম টেস্ট ম্যাচে খেলতে নেমে তাঁর দিনের শেষে বোলিং পরিসংখ্যান ২২-৪-৭৩-৪। মঙ্গলবারের লড়াই মূলত ছিল বিরাট কোহলি বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা বোলিংয়ের। চোট সারিয়ে ফেরা ভারত অধিনায়কের অনমনীয় মনোভাবের কাছে হার মানতে হয়েছে লুনগি এনগিডি, মার্কো জানসেনদের। শেষ পর্যন্ত কোহলিকে পরাস্ত করেন রাবাডা। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তিনি বলে যান, "বিরাটের বিরুদ্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। ঠিক লাইন ও লেংথ বজায় রেখে আউটসুইংয়ে কাবু করতে হবে বিরাটকে। কিন্তু এ দিন ও অসম্ভব ধৈর্য নিয়ে ব্যাট করেছে। প্রত্যেকটি বলকে দেখে ছেড়ে দিয়েছে। এত ভাল ব্যাটিং সত্যিই দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত বিরাটকে ফিরিয়ে ভাল লেগেছে।" জোহানেসবার্গের মতো সিরিজের শেষ টেস্টেও ভারতীয় ব্যাটিং ফের ভেঙে পড়ে গতি এবং বাউন্সের কাছে। রাবাডা মনে করছেন, প্রথম দিনেই কম রানে কোহলির দলের প্রথম ইনিংস শেষ করে দেওয়ায় ম্যাচের ফয়সালা হবেই। তিনি বলেছেন, "ম্যাচটা এমন একটা জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে যেখানে অনেককিছু হতে পারে। টসে জিতলে আমাদেরও হয়তো ভাল হত তবে ভারতকে ২২৩ রানে শেষ করে দেওয়াও দারুণ প্রাপ্তি। এ বার আমাদের ব্যাটারদের ভাল কিছু করে দেখাতে হবে।" তাঁর সঙ্গেই তিন উইকেট তুলে নিয়েছেন মার্কো জানসেন। যা নিয়ে উৎফুল্ল রাবাডা। তিনি বলেছেন, "এই দলের সবচেয়ে বড় শক্তি, দ্রুত সকলে ভুল শুধরে নিজেদের তৈরি করে ফেলতে পারে। খেলা চলার সঙ্গেই আমরা অনেক কিছু শেখার কায়দাটা রপ্ত করতে পেরেছি। আমি মনে করি, তা খুব লাভদায়ক হবে ভবিষ্যতে।" কেপ টাউনের উইকেট নিয়ে ডিন এলগারের দলের অন্যতম তারকা বলেছেন, "এটাকে যথার্থ টেস্ট উইকেট বলা যেতে পারে। পিচ এখনও সতেজ। বুধবার তার চরিত্রে খুব পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। সেটা মাথায় রেখে আমাদের দলের ব্যাটারদের ভাল কিছু করে দেখাতে হবে।"

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজে রওনা দিল আফগান ক্রিকেট দল

কাবুল, ১০ জানুয়ারি (হি.স) : আফগানিস্তান অনূর্ধ-১৯ পুরুষ ক্রিকেট দল আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল টুইট করেছে, 'জাতীয় দল অনূর্ধ-১৯ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২২-এ অংশগ্রহণের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।' প্রয়োজনীয় ভিসা পেতে বিলম্বের কারণে আফগানিস্তান দল ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছাতে দেরি হল। 'আমরা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি সমস্যার সমাধান খুঁজতে এবং দলকে আসার অনুমতি দিতে,' আইসিসি ইভেন্টস প্রধান ক্রিস টেটলি একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, 'এরই মধ্যে, আমরা ১৪ জানুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলি যাতে তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য অনুশীলন ম্যাচগুলি পুনঃনির্ধারণ করেছি,'।

তিরিশ মিনিটেই দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লো কিয়েন ইউ-কে তিন গেম লড়তে হল ইন্ডিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ডে জিততে। পাশাপাশি দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন পি ভি সিন্ধু এবং কিদম্বি শ্রীকান্ত। মঙ্গলবার লো হারান কানাডার জিয়াওডং শেং-কে। ফল ১৬-২১, ২১-৪, ২১-১৩। জুনিয়রদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রাক্তন এক নম্বর সিরিল বর্মাকে হারান শ্রীকান্ত ২১-১৭, ২১-১০ ফলে। মেয়েদের সিঙ্গলসে সিন্ধুকে প্রথম রাউন্ডে জিততে খুব একটা ঘাম ঝরাতে হয়নি শ্রী কৃষ্ণা প্রিয়া কুদারাভাল্লির বিরুদ্ধে। ৩০ মিনিটের মধ্যেই তিনি সতীর্থকে হারান ২১-৫, ২১-১৬ ফলে। জয়ের পরে সিন্ধু বলেছেন, "প্রথম ম্যাচ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। আমি হাল্কা ভাবে নিইনি তাই এই ম্যাচটা। ম্যাচের গতি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করে শেষ করেছি।" পুরুষদের সিঙ্গলসে শ্রীকান্ত ধীর গতিতে শুরু করায় প্রথম গেমে এক সময় সিরিল পয়েন্ট ৯-৯ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু শ্রীকান্ত এর পরেই র‍্যালি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেই সিরিল আর তাঁকে আটকাতে পারেননি। "প্রথম রাউন্ড কঠিন হয়ই। তার উপরে যদি ভারতীয় খেলোয়াড়ের সঙ্গে লড়তে হয়, সেটা আরও কঠিন হয়ে যায়," জয়ের পরে বলেছেন শ্রীকান্ত। এ বার শ্রীকান্তকে লড়তে হবে ডেনমার্কের কিম ব্রুনের বিরুদ্ধে। তিনি ভারতের শুভঙ্কর দে-কে হারান ২১-১৯, ১৮-২১, ২১-১৪ ফলে। এ দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন লো। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে এটাই তাঁর প্রথম প্রতিযোগিতা।

বাংলাদেশের ব্যাটারকে আউট করে অশালীন মন্তব্য, জরিমানা কিউয়ি বোলার জেমিসনের

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি (হি.স) : খেলা চলাকালীন অশালীন মন্তব্যের জেরে জরিমানা করা হল নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলার কাইল জেমিসনকে। তাঁর ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় খারাপ ব্যবহারের জন্য একটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন জেমিসন। ভবিষ্যতে ফের এই ঘটনা ঘটালে আরও বড় শাস্তি পেতে পারেন তিনি।বাংলাদেশের ব্যাটার ইয়াসির আলিকে আউট করার পরে তাঁর উদ্দেশে অশালীন মন্তব্য করেন জেমিসন। ম্যাচ শেষে আম্পায়াররা ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রোকে সে কথা জানান। তার পরে জরিমানার সিদ্ধান্ত নেন রেফারি। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন জেমিসন।আইসিসি-র তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অশালীন কথা বলে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ নম্বর ধারা ভেঙেছেন জেমিসন। তাই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। শাস্তির বিরুদ্ধে কোনও আবেদনও করেননি জেমিসন। তাই বোঝা যাচ্ছে তিনি সব অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-59/ EVIRD/T'LM-DIV/21-22, Dt: 07/01/2022.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M** on **20/01/2022** for **02(Two) Nos.** Materials. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-3309/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22 Dated: 11.01.2022

The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD (R & B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered With PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on **01-02-2022** for the following work:-

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Renovation of Black top road of different location at Lay-Bye No-1 of Churaibari Motor vehicle check post complex/ SH:- Mtc of road by WBM-I,WBM-II, PMC and Seal coating etc during the year 2021-22. DNIT No.: 41/SE(I)KGT/2021-22	Rs. 37,17,408.00	Rs. 37,174.00	3 (three) months	Up to 15.00 Hrs on 01/02/2022	At 16.00 Hrs on 01/02/2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Other necessary detailed information can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in at free of cost between 11-01-2022 to 01-02-2022.
NOTE:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.

(Er. S. Chakma)
Executive Engineer
Dharmanagar Division, PWD (R&B)
Dharmanagar, North Tripura

ICA-C-3314/2021-22

আগরতলায় বিবেক উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও পরম্পরার অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ভাবী প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধশালী ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। নিষিদ্ধ ড্রাগ ও এইচআইভি মুক্ত রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে সবার সজাগ দৃষ্টি ও অঙ্গীকারবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত নেশামুক্ত ত্রিপুরা শীর্ষক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ ও ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ত্রিপুরার শপথ বাক্য পাঠ করান পদ্মশ্রী প্রাপ্ত জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে গোলাঘাটি নিবাসী সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরতা পূর্ণিমা দাস কোভিড আক্রান্ত রোগীদের সুশ্রুষার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ হাজার টাকা তুলে দেন। তার পিতা পরিমল দাস পেশায় কৃষক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য খিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিরিঞ্জের মাধ্যমে ব্যবহৃত নেশা দ্রব্য ও অন্যান্য নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অভিভাবক সহ সবার সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সিরিঞ্জ জাতীয় নেশাদ্রব্যের ব্যবহারের ফলে যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ এইচআইভি সংক্রমিত হয়ে পড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন স্থান সহ যেখানেই এই ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে বলে সন্দেহ হবে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি আনা প্রয়োজন। যারাই যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে এ ধরনের অশুভ কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা কাটিয়ে লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা সাফল্যের পথে গতি সঞ্চারিত করে। যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও পরম্পরার অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব। শিকাগোতে ভারতীয়ত্ব নিয়ে জগৎ সভায় নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। যুব সম্প্রদায়কে এক সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশনা দিয়েছিলেন তিনি।

বর্তমানে রাজ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সঠিক ব্যবস্থাপনায় লোকাল ফর ভোকাল ভাবনায় স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি স্বরোজগারি মানসিকতায় বর্তমান আত্মনির্ভর যুব উদ্যোগীরাই অন্যদের কর্মসৃজনের পথ সুগম করছে। তার পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রের প্রচার এবং প্রসারে বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের সমৃদ্ধির পথে বিশেষ করে পর্যটকদের রাজ্যমুখী করার ক্ষেত্রে যারাই অন্তরায় হবেন এই বিষয়টিকে রাজ্য কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেবে না।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যার অন্যতম লক্ষ্য নিজে নেশাদ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ও অন্যদের নেশাদ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা। তার পাশাপাশি এইচআইভি মুক্ত রাজ্য নির্মাণের লক্ষ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির স্টেট প্রজেক্ট ডিরেক্টর তথা পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, যুব সম্প্রদায়ই হচ্ছে সমাজের মেরুদন্ড। পড়াশুনার পাশাপাশি তাদের সুস্থ মানসিকতা এবং সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে তাদের নেশার অশুভ সংস্পর্শ মুক্ত রাখা প্রয়োজন। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে স্বপ্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেখেছেন তার সফল বাস্তবায়নে দপ্তর অঙ্গীকারবদ্ধভাবে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পদ্মশ্রী জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার বলেন, খেলাধুলা ও ক্রীড়া অভ্যাস সুস্থ দেহ ও মননের পাশাপাশি নেশার মতো অশুভ শক্তি থেকে দূরে রাখে। লক্ষ্যের পথে দৃঢ়তা সাফল্য প্রাপ্তির পথকে মসৃণ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সহসভাপতি অমিত রক্ষিত, সম্পাদক তপন দাস প্রমুখ।

সদর্থক চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজ, রাজ্য ও দেশের জন্য কাজ করতে হবে ঃ সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্যের সর্বত্র প্রতীকী ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলাস্থিত নেতাজী সুভাষ আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা ও যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ। উদ্বোধনের পর অতিথিগণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে এই দিবসটি পালনের তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পৃথিবীর যুব সমাজ ও মানবজাতির পথ প্রদর্শক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পারিবারিক প্রাচুর্যতা সত্বেও তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন মানব কল্যাণে। তিনি আরও বলেন, স্বামীজি সবসময় বলতেন, মানুষ তার চিন্তাধারা দিয়ে চালিত হয়। সদর্থক চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজ, রাজ্য ও দেশের জন্য কাজ করার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রী উপস্থিত সকল ক্রীড়াবিদ ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজকের যুব সমাজই আগামীতে দেশকে নেতৃত্ব দেবে। স্বামীজির আদর্শকে অনুসরণ করে সুনাগরিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সকলকে পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আগামী দিনে একে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। কারণ নেশার দৌলতে গুণ ও মেধা থাকা সত্বেও অকালেই ঝড়ে পড়েছে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রী।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত বলেন, স্বামীজিকে যুব সমাজের জানা ও পড়া উচিৎ। ক্ষমতার অলিন্দে গিয়ে নিজের চরিত্র ধরে রাখার জন্য তিনি যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ ও ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা।

এলজিবিটি নিগ্রহের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ৮ই জানুয়ারি রাতে পশ্চিম আগরতলা থানা এবং পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় চারজন এল জি বি টি নাগরিকের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকারের দিক থেকে দ্রুত কিছু আবশ্যক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের উদ্দেশ্যে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

চিঠিতে বিরোধী দলনেতা উল্লেখ করেছেন, গত ৮ই জানুয়ারি, ২০২২, রাতে পশ্চিম আগরতলা থানা এবং পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় এল জি বি টিভুক্ত চারজন নাগরিককে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন ও হেনস্তা করার খবর জেনে আমরা স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ। উল্লেখিত থানা দুটিতে পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত এই সভ্যতা বিরোধী অমার্জনীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি। এই অপরাধ যুগপৎ নাগরিক ও মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল। এটা রাষ্ট্র ক্ষমতার অপব্যবহার।

দাবি জানাচ্ছি, সেই রাতে এই থানা দুটির দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনের উদ্যোগে মাক্স এনফোর্সমেন্ট অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১২ জানুয়ারি।। করুনার থার্ড ওয়েভ এর থাবা বসিয়েছি গোটা বিশ্বে। তার সাথে বাদ নেই পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় ও। যত দিন যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে ত্রিপুরায় বাড়ছে করুনার আক্রমণ। তার থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রশাসন থেকে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। করুনার করা অথবা থেকে বাঁচতে সবাইকে মাক্স পরিধান করতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এই কারণে বুধবার দুপুরে কল্যাণপুর এর বিভিন্ন স্থানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক জটিকা মাক্স বিরোধী অভিযান করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন প্রদীপ দেববর্মা। প্রতিটি গাড়ি মোটরসাইকেল সহ বিভিন্ন জায়গায় চালানো হয় অভিযান। মোট ২২ জনের মুখে মাক্স না থাকায় জরিমানা করা হয়। মোট জরিমানা আদায় হয় ৪২০০ টাকা। আগামী দিনে এমন অভিযান জারি থাকবে বলে জানায় ডিসিএম। অভিযানে বেশ সাড়া পড়ে এলাকায়।

শান্তিরবাজারে যানজট মুক্ত করতে ময়দানে নামল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জানুয়ারি।। শান্তিরবাজার শহরকে যানযনজট মুক্ত রাখতের ফের মাঠে নামলে শান্তির বাজার মহকুমা প্রসাশন। শান্তির বাজার পৌর এলাকার শান্তির বাজার শহরকে সুন্দরভাবে সাজিয় তোলার প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে শান্তির বাজার মহকুমা প্রসাশন। শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের দায়িত্ব অভেদানন্দ বৈদ্য নেবারপর উনার উদ্দ্যোগে বিগতদিনেও শহরকে যানযনজট মুক্তরাখতে নানান প্রয়াস চালিয়েগেছে। বুধবার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ও ডি সি এম প্রীতম সরকারের উপস্থিতিতে শান্তির বাজার শহরে চালানোহয় বিশেষ অভিযান। বাজারে যেসকল ব্যাবসায়ী রাস্তার জায়গা দখলকরে ব্যাবাসাবানিজ্য চালিয়েযাচ্ছে তাদের সতর্ক করার পরেও কিছুসংখ্যক ব্যাবসায়ী নিজ নিজ ব্যাবসা বিগতদিনের ন্যায় চালিয়েযাওয়ায় আজকে পুনরায় তাদের সতর্ককরে ব্যাবসায়ী সামগ্রী সরিয়েনেওয়ার আদেশ দেওয়াহয়। তারপাশাপাশি শহরের দুটি জায়গায় অস্থায়ীভাবে অটো রাখার ব্যাবস্থাকরাহয়। আজকের এই অভিযান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান ডি সি এম প্রীতম সরকার। তিনি জানান আজকের এই অভিযানের পাশাপাশি শান্তির বাজার শহরে কাজ করারজন্য নবনিযুক্ত ১৫ জন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের দায়িত্ব বুঝিয়েদেওয়াহয় তরপাশাপাশি শান্তির বাজারে দুইটি বড় রেস্টুডেন্টকে রাস্তার জায়গা দখলকরে রাখায় আইনি নোটিশ প্রদানকরাহয় যারমধ্যে উনারা দুইদিনের সময় চেয়েনিয়েছেন বলে জানান ডি সি এম। শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদজানিয়েছেন।

সমভূমি সাহিত্য উৎসব ১৮ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জানুয়ারি।। সমভূমি সাহিত্য উৎসব ও সমভূমি সামাজিক সংস্থার উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঘিরে উদ্দীপনা শুরু হয়েছে সৃজনশীল মানুষের মধ্যে। আগামী ১৮ই জানুয়ারী সমভূমি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ জেলার চরকবাই মধ্যপাড়ায় অনুষ্ঠিত হবে এ উৎসব। উপস্থিত থাকবেন কবি ও লোকগবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন, গবেষক হরেকৃষ্ণ আচার্য, অধ্যাপক মলয় দেব, মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ দাস, মহকুমা সমবায় সহ- নিয়ামক বিষ্ণুপদ রায় সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। সাহিত্যপত্রের মলাট উন্মোচন, কবি সন্মেলন ছাড়াও হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজক কমিটির পক্ষে সম্পাদক অভীককুমার দে ও সভাপতি সত্যজিত বৈদ্য জানান, স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর তিনজনকে দেওয়া হয় "সমভূমি সম্মাননা"।

সোনামুড়ায় উদ্বোধন হল বিদ্যুৎ নিগমের ৬টি সাবস্টেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে আজ সোনামুড়া মহকুমা এলাকার ৬টি সাবস্টেশনের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। উদ্বোধনের পর উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষকে সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করে চলছে।

তিনি জানান, বিদ্যুৎ এর মাশুল না বাড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ নিগম নতুন দিশা নিয়ে কাজ করে চলেছে। তিনি জানান, এরাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে এখন পর্যন্ত ১২ হাজার সোলার স্ট্রিট লাইট বসানো হয়েছে এবং আরও ১৫ হাজার সোলার স্ট্রিট লাইট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার পরিবারকে সৌভাগ্য বিদ্যুৎ যোজনার আওতায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবার কাজ আরও উন্নত করে তোলার জন্য ৩২টি সাবস্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে এবং এর মধ্যে ২০টি সাবস্টেশন নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ড় এম এস কেলে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিকন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুভাষ দাস এবং সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, আজ উদ্বোধন করা বিদ্যুৎ দপ্তরের ৬টি সাবস্টেশন হল ১৩২ কেভি রবীন্দ্রনগর সাবস্টেশন, ১৩২ কেভি উদয়পুর সাবস্টেশন, ৩৩ কেভি এডিসি হেড কোয়ার্টার সাবস্টেশন, ১৩২ কেভি রুখিয়া সাবস্টেশন, ৩৩ কেভি চারিপাড়া সাবস্টেশন এবং ৩৩ কেভি রাজকান্তি সাবস্টেশন।

ধর্মনগর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে বিদায়ী পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জানানো হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারি।। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্বে থাকার পর সরকারি নির্দেশ মতো বদলি হয়ে হোম টাউন খোয়াই জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্বে যাচ্ছেন ভানুপদ চক্রবর্তী। তিনি কর্মসূত্রে তার আগে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রূপে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্বেও ছিলেন।তবে জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে তার কার্যকলাপ ও কার্যপদ্ধতি অনেক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে তুলেছে রাজ্য পুলিশের মান। নেশা বিরোধী কার্যকলাপে একের পর এক সাফল্যের মুকুটে এসেছে এই সময়ে। শুধুমাত্র তাই নয় বহু পুরনো ক্রিমিনাল মামলার সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র একজন পুলিশ আধিকারিক ই ছিলেন না, একজন সামাজিক বন্ধু হিসেবে উনার পরিচিতি বিস্তৃত।পুলিশের পাশাপাশি সামাজিক কাজও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।অনেক মানুষ তার কাছে ঋণী হয়ে আছে। তাই উত্তর জেলার মানুষের কাছে তথা সাংবাদিকদের কাছে এই ভানুপদ চক্রবর্তীর সাড়ে তিন বছর চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বুধবার সন্ধ্যায় উনাকে সম্বর্ধনা দিতে গিয়ে ধর্মনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি পলাশ সেন, সহ-সভাপতি বুদ্ধ ভূষণ দে সরকার এবং সম্পাদক পান্না ঘোষ তাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণ তুলে ধরেন। ক্লাবের প্রত্যেকটি সদস্য পুলিশ সুপারের বদলির খবরে মর্মাহত এবং তাদের আশা আবার উত্তর জেলায় অন্য কোন উচ্চপদে আবার যেন উনাকে পাওয়া যায়।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত নানা কর্মসূচিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা/কল্যাণপুর/ খোয়াই, ১২ই জানুয়ারি।। বুধবার করোণা বিধি মেনে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটির হয় আগরতলায় বিবেক উদ্যানে। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভকানন্দ মহারাজ। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত কারণে এ বছর স্বামীজির জন্মদিন উপলক্ষে অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। বিবেক উদ্যান ছাড়াও রাজ্যের সবকটি রামকৃষ্ণ মিশন শাখা কেন্দ্রে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আগরতলায় বিবেক উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সম্পাদক স্বামী শুভকানন্দ মহারাজ জি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ এমন একজন মনীষী ছিলেন যিনি আজও আমাদের কাছে জীবন্ত। তিনি জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ রাও স্বামীজীর প্রতিটি বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বলে সামিজি উল্লেখ করেছেন। বর্তমান যুব সমাজকে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে থেকেও স্বামীজীর জন্ম দিবস পালনের খবর মিলেছে। এউপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি পালিত হয়।তবে রাজ্যে করোণা বিধি কার্যকর থাকায় বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত করা সম্ভব হয়নি।

কল্যাণপুর জুড়ে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস। আজ বুধবার ১২ ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। অন্য বছরগুলিতে বড় আকারে পালন হতো কিন্তু এবার কোভিদ নাইনটিন থাকায় ছোট আকারে পালিত হয় জন্মদিন। এদিন সকালে কল্যাণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম এর উদ্যোগে কল্যাণপুর হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছিলেন আশ্রমের সভাপতি চন্দন মজুমদার কোষাধক্ষ্য বিশ্বনাথ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। তার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আধুনিকতার মধ্যেই মকর সংক্রান্তিতে আলপনা আঁকার প্রচলন রয়েছে গ্রামেগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারি।। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। বাংলা ক্যালেন্ডারের পৌষ মাসের শেষ দিন এই পৌষ সংক্রান্তি উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। আগামী শুক্রবার পৌষ পার্বণ। সকাল থেকে রাজ্যের শহর ও গ্রামাঞ্চলে চলছে উৎসবের আমেজ। গ্রামের গৃহবধূ থেকে বৃদ্ধা সকলের মধ্যেই চলছে আলপনা আঁকার প্রতিযোগিতা। সেদিন সকালে পূর্ণ স্নান শেষ করে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে পিঠে দান করে শুরু হয় সংক্রান্তির আমেজ। আর পৌষ সংক্রান্তি"কে কেন্দ্র করে আলপনা আঁকার ধুম পড়েছে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটি বাড়ি ঘরেতে। যদিও শহরের ডটকমের যুগে পিঠে পুলি তৈরি করা, আলপনা আঁকা, বুড়ির ঘর তৈরি করে বনভোজন করার মজা হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনো তা রয়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এখন

সবেতেই আমূল পরিবর্তন চলছে। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির সেই জৌলুস শহরাঞ্চলে না দেখা গেলেও গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এখনো সংক্রান্তির জৌলুস লক্ষ্য করা যায় প্রত্যেক বাঙ্গালি বাড়ি-ঘরেতে। শহরের উঠোন গুলিতে আলপনা আঁকার ঐতিহ্য ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেও গ্রামাঞ্চলের বাড়ি গুলিতে সেই জৌলুস কিন্তু এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে করুণার কারণে পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তি বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেকটা উৎসবের মেজাজে না হলেও চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যথাযোগ্য ভাবে পালন করবে বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।